ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-346 ■ 25 September, 2026 ■ আগরতলা ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ৭ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভিলেজ ভোটে এনডিএ জোটের জয় ৯০ শতাংশ নিশ্চিত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে এনডিএ জোটের জয় নিয়ে কমপক্ষে ৯০ শতাংশ নিশ্চিত বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। তবে পাহাড়ে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রচারে এখনও তাঁকে দলের পক্ষ থেকে যাওয়ার জন্য বলা হয়নি বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি। দলের নেতৃত্বই নির্বাচনী প্রচারের বিষয়টি সামলে নেবেন বলে তাঁকে জানানো হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সংবাদমাধ্যমের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে এনডিএ জোটের জয় নিয়ে তিনি অন্তত ৯০ শতাংশ নিশ্চিত। তবে দলের পক্ষ থেকে এখনও তাঁকে পাহাড়ে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার জন্য বলা হয়নি। দলের নেতৃত্বের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং নেতৃত্ব জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই নির্বাচনী প্রচারের বিষয়টি সামলে নেবেন। সেই কারণেই আপাতত ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রচার থেকে দূরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে রাজ্যে নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন এবং চিকিৎসকসহ বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণ নিয়েও প্রশ্নের জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে পর্যাপ্ত ফ্যাকাল্টি না থাকলে কীভাবে নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন মিলছেসংবাদমাধ্যমের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যেখানে শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজন রয়েছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

‘ভোট চুরি, আইন চুরি, প্রতিষ্ঠান চুরি’ জ্ঞানেশের পদত্যাগ দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের দাবি জানান তিনি।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাহুল বলেন, ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখা গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার মৌলিক শর্ত।

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নিজের উপস্থাপনায় ‘ভোট চুরি, আইন চুরি, সংস্থা চুরি’ স্লোগান তুলে ধরেন তিনি। কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত ২০২৩ সালের আইন, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর সাংবাদিক বৈঠক এবং কমিশনের সদস্য নিয়োগ নিয়ে একটি আপত্তিপত্রের প্রসঙ্গও তোলেন রাহুল।

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগকে সামনে এনে তিনি নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে তদন্তের দাবি জানান।

তবে রাহুলের অভিযোগগুলি রাজনৈতিক দাবি।

নির্বাচনে কারচুপি বা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ স্বাধীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এমন কোনও তথ্য তাঁর উপস্থাপনায় দেওয়া হয়নি।

ফের লকআপ থেকে পালালো অভিযুক্ত, পরে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। মেলাঘর থানার লকআপ থেকে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল এক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। বাথরুমে যাওয়ার কথা বলে পুলিশের নজর এড়িয়ে লকআপ থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায় রঞ্জিত দেববর্মা নামে ওই অভিযুক্ত।

ঘটনার পরই তাকে ধরতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার কাছ থেকে রঞ্জিত দেববর্মাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিইসি-কে ৪৮ ঘণ্টা সময় সিজেপি-র দেশজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগের দাবি জানাল ‘ককরোচ জনতা পার্টি’। তিনি পদত্যাগ না করলে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে দলটি।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে বলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করবে। তাঁর পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসা হবে না বলেও জানান তিনি।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-সহ নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে কমিশনের অভ্যন্তরে মতপার্থক্যের খবর প্রকাশ্যে আসার পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান দিপকে।

তিনি অভিযোগ করেন, জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে। তাঁর দাবি, আগে গণতন্ত্রে জনগণ ঠিক করত তারা কাকে ভোট দেবে এবং কে সরকার গঠন করবে। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হওয়ার পর সরকারই ঠিক করছে কে ভোট দিতে পারবে এবং কে পারবে না।

দিপকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রসঙ্গ তুলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি এবং এরপর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন দেখা যায়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্রে ৫০ হাজার ভোটার বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি প্রায় ১৫ হাজার ভোটে পরাজিত হন। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রস্তুতি পর্যালোচনায় এসইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / ধর্মনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। *ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত ভিলেজ কমিটির নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজ ধলাই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ড. পি কে চক্রবর্তী।*

সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহা নির্দেশক জি এস রাও, ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ বি, অতিরিক্ত জেলাশাসক পার্থ দাস, জেলার পুলিশ সুপার ঋষিকেশ দেশাই, বিভিন্ন মহকুমার পুলিশ আধিকারিকগণ, জেলার রিটার্নিং অফিসারগণ সহ নির্বাচনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ। সভায় আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।

এদিকে, আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় নির্বাচনী প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার ড. পি কে চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহাপরিচালক জি এস রাও। বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর দফতরে প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, এসডিপিও, জেলা পুলিশ সুপার-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে ড. পি কে চক্রবর্তী জানান, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। বিশেষ করে ডিসপ্যাচ সেন্টার থেকে ভোটকর্মীদের ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও ভোটার সচেতনতা, ভোটগ্রহণের দিন নজরদারি এবং ভোটগ্রহণ শেষে কর্মীদের রিসিভিং সেন্টারে ফেরার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

অন্যদিকে, পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচনের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, বিভিন্ন এলাকায় এরিয়া ডমিনেশন অভিযান, ভোটকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করা হয়।

ড. চক্রবর্তী জানান, উত্তর ত্রিপুরা জেলার নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে কমিশন সন্তুষ্ট। শান্তিপূর্ণ ও অবাধ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যেই দায়িত্বে রয়েছে এবং বিভিন্ন এলাকায় এরিয়া ডমিনেশন ও টহল চালাচ্ছে।

ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি জি এস রাও জানান, বৈঠকে পর্যালোচনা করা প্রস্তুতিগুলি সন্তোষজনক। তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর ত্রিপুরার বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র দুর্গম ও অভ্যন্তরীণ এলাকায় অবস্থিত। বৃষ্টি হলে কিছু এলাকায় রাস্তার পরিস্থিতি ভোটকর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনীর চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি জেলার কয়েকটি এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

জি এস রাও জানান, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মোট ৭৪ কোম্পানি সিআরপিএফ, সিএপিএফ, বিএসএফ, এসএসবি এবং আইটিবিপি বাহিনী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ১২ কোম্পানি বাহিনী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে বর্ণালী গোস্বামীর কুশপুত্তলিকা দাহ, এবিভিপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক এবিভিপি কার্যকর্তার বাবাকে মারধরের অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ধর্মনগরে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বৃহস্পতিবার ধর্মনগর জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর কার্যকর্তারা।

বিক্ষোভ চলাকালীন বর্ণালী গোস্বামীর কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ জানান আন্দোলনকারীরা। এবিভিপির অভিযোগ, ২২ সেপ্টেম্বরের কলেজ-সংক্রান্ত ঘটনার পর রাতে তাদের এক কার্যকর্তার বাবাকে কয়েকজন ব্যক্তি মারধর করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন বলে দাবি সংগঠনের। ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএপি তহবিল বন্ধে বছরে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের পর রাজ্যগুলির জন্য গ্যাপ অ্যাসিস্ট্যান্স ফর স্টেটস বা জিএপি তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ত্রিপুরা বছরে প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা হারিয়েছে বলে জানালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তাঁর দাবি, এই তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়া রাজ্যের জন্য একটি বড় আর্থিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, শুধু ত্রিপুরাই নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিও জিএপি তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রভাবের মুখে পড়েছে। তিনি বলেন, “আমাদের রাজ্য ছোট। আমরা বছরে প্রায় ৪, ০০০ কোটি টাকা পেতাম। প্রায় পাঁচ বছরে যার পরিমাণ দাঁড়াত ২০,০০০ কোটি টাকা। এই তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এক বছরেই আমরা সেই ৪,০০০ কোটি টাকার সহায়তা হারিয়েছি।”

অর্থমন্ত্রী জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন রাজ্যগুলিকে এই ঘাটতি পূরণের জন্য নিজস্ব রাজস্ব আয় বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিল। তবে রাতারাতি রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব বাড়ানো সম্ভব নয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, “আমরা শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করছি এবং রাজ্যের আয়ের অন্যান্য উৎসও খুঁজে দেখা হচ্ছে। আমরা কর বাড়াইনি, কোথাও এক টাকাও অতিরিক্ত লেভি বাড়ানো হয়নি।”

রাজ্যের আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে শিল্প স্থাপনসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রের কাছেও আর্থিক সহায়তার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, তিনি নিজে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে চিঠি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভে টেট উত্তীর্ণদের উপর জলকামান, আটক

পুলিশি আচরণের নিন্দা দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৪ সালে টেট-১ ও টেট-২ উত্তীর্ণ ১,৮৫৬ জন চাকরিপ্রার্থীর একসঙ্গে নিয়োগের দাবিতে বৃহস্পতিবার ফের বিক্ষোভে নামলেন বেকার যুবক-যুবতীরা। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া ঝুলে থাকার অভিযোগ তুলে জেআরবিটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত নিয়োগের দাবি জানান তাঁরা। তবে বিক্ষোভ ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের উপর জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়।

চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ২০২৪ সালে টেট-১ ও টেট-২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে সরকার নির্ধারিত জিটি ও ইউটি পদে নিয়োগের জন্য তাঁরা আবেদন করেন। প্রায় ১,৮৫৬ জন প্রার্থীর নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও নিয়োগের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

নিয়োগের দাবিতে একাধিকবার জেআরবিটির কাছে আবেদন জানানো হলেও সমস্যার কোনও সন্তোষজনক সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদের। এদিন ফের জেআরবিটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যান তাঁরা। তাঁদের দাবি, কোনও বাছাই নয়, ২০২৪ সালের টেট-১ ও টেট-২ উত্তীর্ণ সকল ১,৮৫৬ জনকেই একযোগে নিয়োগ করতে হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
৭ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

যুদ্ধের শঙ্কায় পড়ড়িল সেনসেক্স

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বড়সড় ধস নামিয়াছে, যাহার জেরে দালাল স্ট্রিটে এক চরম হাহাকার দেখা গিয়াছে। মূলত আমেরিকা-ইরান সংঘাত এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের নতুন করিয়া তৈরি হওয়া আশঙ্কা বিশ্ব বাজারে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার সরাসরি কোপ পড়িয়াছে ভারতের বাজারে। শু৩৮৩.৭০ পয়েন্ট (১.৬৪ু) হ্রাস পাইয়া নামিয়া আসিয়ছে ২৩,০৬৩.১০ পয়েন্টে, যাহা গত ৩ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন বাজারের অস্থিরতা মাপার এই সূচকটি এক ধাক্কায় বাড়িয়া লগ্নিকারীদের ভয় আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির নতুন সমীকরণ বৈশ্বিক বাজারে এক বিশাল অনিশ্চয়তা তৈরি করিয়াছে। লগ্নিকারীদের আশঙ্কা, এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইলে বিশ্ব অর্থনীতি চরম মন্দার মুখে পড়িতে পারে, তাই তারা তড়িঘড়ি ঝুঁকি কমাইতে নিরাপদ জায়গায় টাকা সরাইতেছেন।মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আশঙ্কার সরাসরি প্রভাব পড়িয়াছে জ্বালানি তেলের বাজারে। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার অতিক্রম করিয়াছে। ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশের ক্ষেত্রে অশোধিত তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি বাড়াইবে এবং দেশের আর্থিক ঘাটতি আরও গভীর করিবে, এই ভয়েই বাজার আতঙ্কিত।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেজারি বন্ডের ইল্ড এক লাফ দিয়া বহু বছরের রেকর্ডের উচ্চতায় পৌঁছিয়াছে। ফলস্বরূপ, বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ মূলধন তুলিয়া নিয়া মার্কিন বন্ডের নিরাপদ আশ্রয়ে বিনিয়োগ করিতে শুরু করিয়াছে। শু ভারতের বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা নতুন একটি খসড়া প্রস্তাব আনিয়াছে, যেখানে এজেন্টদের কমিশন কমানোর কথা বলা হইয়াছে।

আমেরিকা-ইরান সংঘাত নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়ন্ত অপরিশোধিত দেলের দাম। এই অবস্থায় বিশেষত বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পড়ীল শেয়ার বাজারে। আড়াইটে পর্যন্ত ১২৩২ পয়েন্ট পড়িল সেনসেক্স। নিফটি পড়ল ৩৯২ পয়েন্ট।

বৃহস্পতিবার বাজার খোলার সময় সেনসেক্স ছিল ৭৪, ২৭২.৪০ পয়েন্টে। ১২৩২ পয়েন্ট পড়িয়া তা নেমে এসেছে ৭২,৫৫১.৪০ পয়েন্টে। অন্যদিকে বাজার খোলার সময় নিফটি ছিল ২৩,২২১.৮০ পয়েন্ট। ৩৯২ পয়েন্ট পতনের জেরে তা নেমে এসেছে ২২,৮২৯-এ। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ভাষণে নতুন করে ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, "হয় শান্তিচুক্তি হবে অথবা ইরানকে নরকে পাঠাব।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও জানান, আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন সম্পূর্ণ হইলেই তেহরানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এই অবস্থায় নতুন করে জ্বালানির ভবিষ্যৎবাজার নিয়া অনিশ্চয়তা তৈরি হইয়াছে।

এছাড়াও একাধিক আন্তর্জাতিক টানা পোড়েনে বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। সব মিলাইয়া যুদ্ধ শঙ্কিত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। বড় ক্ষতির আশঙ্কায় তাঁহারা বাজার থেকে মূলধন তুলিয়া নিতে শুরু করিয়াছেন। এর প্রভাব পড়িয়াছে শেয়ার বাজারে। এমনটাই বলিয়াছেন বিশ্লেষকরা। যদিও পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। নেপথ্যে ওয়াশিংটনে ট্রাম্প-জিনপিং বৈঠক। এই বৈঠকে অতিরিক্ত শুল্ক নয়া য়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

বিশ্বকর্মা পূজায় নাবালককে মারধরের অভিযোগ, বামুটিয়ায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পূজার অনুষ্ঠানে এক নাবালককে বেধড়ক মারধর এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বামুটিয়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি গত ১৯ সেপ্টেম্বর বামুটিয়া বিধানসভার নোয়াগাঁও এলাকায় ঘটেছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নোয়াগাঁও এলাকায় শিবেন্দ্র দাসের বাড়িতে বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় আদিত্য বর্মণ নামে এক নাবালককে মারধরের অভিযোগ ওঠে শঙ্কর দাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, প্রথম দফায় মারধরের পর ফের তাকে মারধর করা হয় এবং সেই সময় তার হাত ভেঙে যায়।

জানা যায়, আর্থিকভাবে সাধারণ পরিবারের সদস্য ওই নাবালক পড়াশোনার পাশাপাশি শিবেন্দ্র দাসের বাড়িতে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করত। ঘটনার পর নাবালককে মারধরের প্রতিবাদ জানান শিবেন্দ্র দাসের স্ত্রী। অভিযোগ, তিনি বিষয়টি বামুটিয়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাসকে জানান এবং নাবালককে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর সহযোগিতা চান।

অন্যদিকে, ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়া এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা না করার জন্য নাবালকের পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, গভীর রাত পর্যন্ত নাবালকের বাড়ি ঘেরাও করে রাখার ঘটনাও ঘটে। তবে এসব অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি সাংবাদিকদের নজরে আসার পর পুলিশ সক্রিয় হয় বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

নাবালকের পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। একই সঙ্গে নাবালকের নিরাপত্তা এবং চিকিৎসার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

আঁশ থেকে ভবিষ্যৎ: ভারতের বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে সুস্থায়ী ব্যবস্থাকে বুনে তোলা

শ্রী গিরিরাজ সিং
কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী

২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের শিল্পে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রেক্ষাপটে, সুস্থায়ী উন্নয়ন বা "সাসটেইনেবিলিটি" এখন দেশের প্রতিযোগিতামূলক কৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসছে। ফাইবার (আঁশ), সুতা, কাপড়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোশাক, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল এবং "মেড-আপস" (যেমনপর্দা, তোয়ালে, বিছানার চাদর ইত্যাদি)- এই বিশাল খাতটির ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন ক্রমশ প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা, বাজারে প্রবেশাধিকার এবং দায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বলেছিলেন যে, 'বিশ্ব এখন "পরিবেশ ও ক্ষমতায়নের জন্য ফ্যাশন" এর ধারণাকে গ্রহণ করছে এবং ভারত এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে,' তখন তিনি ভারতের বস্ত্র শিল্পের সামগ্রিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান এক পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

বস্ত্র খাত কর্মসংস্থানের একটি প্রধান চালিকাশক্তি, যা সরাসরি ৪ কোটি ৯০ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করছে। এর অভ্যন্তরীণ বাজারের মূল্যমান প্রায় ১৯৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা ২৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই সময়ে ভারত বস্ত্র রপ্তানি থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

বস্ত্র মন্ত্রকের সুস্থায়ী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই দ্বৈত বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। এটি একটি সহজ ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রবৃদ্ধি এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন- এর মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার প্রয়োজন ভারতের নেই। বরং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতি, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, "সার্কুলারিটি" (চক্রাকার অর্থনীতি বা পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা) এবং দায়িত্বশীল উৎপাদন প্রক্রিয়া- এসবই হতে যাচ্ছে বস্ত্র খাতের পরবর্তী প্রবৃদ্ধি অধ্যায়ের মূল ভিত্তি। সুস্থায়ী উন্নয়ন কেন প্রতিযোগিতামূলকসক্ষমতার একটি বিষয় হয়ে উঠেছে

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বড় ব্র্যান্ড তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য ক্রমশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী সব সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করছে। ভোক্তারা এখন পুনরায় ব্যবহৃত, মেরামতকৃত এবং রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের প্রতি অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি, প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোর নীতিনির্ধারকরা পরিবেশগত মানদণ্ড, রিসাইকেল করা উপাদানের ব্যবহার, পণ্যের উৎস শনাক্তকরণ এবং রাসায়নিক দ্রব্য, জল ও শক্তির ব্যবহারের বিষয়ে বিভিন্ন শর্ত বা নিয়মকানুন প্রবর্তন করছেন।

ভারতের জলবায়ু বিষয়ক প্রতিশ্রুতিসমূহ- যার মধ্যে রয়েছে ৫০০ গিগাওয়াট জীবাশ্ম-বহির্ভূত জ্বালানি সক্ষমতা অর্জন, নবায়নযোগ্য উৎস থেকে শক্তির চাহিদার ৫০ু পূরণ এবং ২০৭০ সালের মধ্যে "নেট জিরো" বা কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা- সেগুলো বস্ত্র খাতকে কম-কার্বন নিঃসরণকারী প্রবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করছে। তাই ভারতীয় রপ্তানিকারকদের জন্য সুস্থায়ীউন্নয়ন বিষয়টি কেবল নিয়মকানুন মেনে চলার মতো কোনো গৌণ বিষয় নয়, বরং এটি এখন শিল্পগত প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হচ্ছে। ভারত এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। কারণ দেশটিররয়েছে বিশাল উৎপাদন ভিত্তি, বৈচিত্র্যময় কাঁচামাল, কারিগরি সক্ষমতা, রিসাইক্লিং ও পুনর্ব্যবহারের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান স্টার্ট-আপ পরিবেশ এবং শিল্প ক্লাস্টার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংগঠনগুলোর এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। বস্তুত, "সার্কুলারিটি" বা চক্রাকার অর্থনীতির ধারণাটি ভারতের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। রাফুকারি, কাঁথা, গোধাড়ি, ছিন্ডিদুররি এবং খেঁশ বুননের মতো ঐতিহ্যগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেরামত, পুনঃব্যবহার এবং নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সংস্কৃতিকে গেঁথে রেখেছে। ২০২৬ সালের 'ওয়ার্ল্ড সার্কুলারইকোনমি ফোরাম'-এর আয়োজক হিসেবে ভারতের ভূমিকা এই বৃহত্তর পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। এই আয়োজনটি সরকার, শিল্পখাত, উদ্ভাবক এবং বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে বিভিন্ন ধারণাকে অংশীদারিত্ব ও বড় পরিসরে প্রয়োগযোগ্য সমাধানে রূপ দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

বস্ত্রশিল্পের বর্জ্যকে বৃত্তাকার অর্থনীতির সুযোগে রূপান্তর

বৃত্তাকার অর্থনীতির ধারণাটি বাস্তবে প্রয়োগের অন্যতম স্পষ্ট ক্ষেত্র হলো বস্ত্রশিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। ২০২৬ সালের একটি সরকারি সমীক্ষায়- যা ১৫টি রাজ্য এবং ২৫০টিরও বেশি অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে করা হয়েছিল- তাতে বার্ষিক বস্ত্র বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ ৭০.৭৩ লক্ষ টন বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশেরও বেশি বর্জ্য পুনরুদ্ধার করে রিসাইক্লিং (পুনঃ চক্রায়ন), ডাউনসাইক্লিং বা আপসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হচ্ছে। বিশেষ করে 'প্রি-কনজিউমার' বর্জ্য (উৎপাদন পর্যায়ে সৃষ্ট বর্জ্য) পুনরুদ্ধারের হার ৯৫ শতাংশেরও বেশি। তবে বড় ঘাটতিটি রয়ে গেছে 'পোস্ট-কনজিউমার' বর্জ্যের (ব্যবহার-পরবর্তী বর্জ্য) ক্ষেত্রে, যেখানে বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা এখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের বস্ত্র রিসাইক্লিং বাজারের আকার প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাতে পারে। বর্জ্য সংগ্রহ, বাছাই, তন্তু পুনরুদ্ধার, রিসাইক্লিং, আপসাইক্লিং, মেরামত এবং সুস্থায়ী উৎপাদন- এসব ক্ষেত্রে যেমন সুযোগ রয়েছে, তেমনি এর মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ 'গ্রিন জব' বা পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

মন্ত্রক এখন কেবল সমস্যার পরিমাপ করার গণ্ডি পেরিয়ে বৃত্তাকার অর্থনীতির চক্রটি পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন শহরে 'টেক্সটাইল রিকভারি ফ্যাসিলিটি' বা বস্ত্র বর্জ্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হচ্ছে। পাশাপাশি, বস্ত্র বর্জ্যম্যাপিংয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী সংগ্রহ ও বাছাই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং মিশ্র ও রিসাইক্লিং-অযোগ্য উপাদানের ক্ষেত্রে নীতিগত সমাধানের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। নভিমুম্বাইতে বস্ত্র বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পযা 'টেক্সটাইলস কমিটি', 'নভি মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন', 'সাহাসফাউন্ডেশন' এবং নারীদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হয়েছিল- তা প্রতি মাসে ৩,৩২৩ কেজিরও বেশি বস্ত্র বর্জ্যকেল্যান্ডফিল (আবর্জনার স্তূপ) ও পুড়িয়ে ফেলার প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে এনেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১২,০০০-এরও বেশি পরিবারের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে এবং ৮০টিরও বেশি বর্জ্য সংগ্রহের পাত্র (বিন) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, এর মাধ্যমে ১,০০০-এরও বেশি নমুনা ও আপসাইকেল করা পণ্য তৈরি করা হয়েছে। 'টেক্সটাইলস কমিটি', 'গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস' (জ্যাম) এবং 'স্কোপ' (এসসিওপি)-এর মধ্যকারঅংশীদারিত্বের মাধ্যমে সনদপ্রাপ্তআপসাইকেল করা বস্ত্রপণ্য সরকারি কেনাকাটার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। 'আপসাইকেলড টেক্সটাইল মার্ক'-এর আওতায় ৩১ জন আপসাইক্লারকে সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং জ্যাম-এ ২৭টি ক্যাটাগরিতে ৪০টি পণ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যা বৃত্তাকার অর্থনীতির পণ্যগুলোর জন্য একটি নিশ্চিত বাজার তৈরিতে সহায়তা করছে।

পরিচ্ছন্ন উৎপাদন: জল, শক্তি ও রাসায়নিক উপাদান

বৃত্তাকার অর্থনীতি বা সার্কুলারিটি সুস্থায়ী ব্যবস্থার গল্পের কেবল একটি অংশ মাত্র। বস্ত্র শিল্পের পরিবেশগত প্রভাবের একটি বড় অংশ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে তৈরি হয়। তাই এ ক্ষেত্রে জল, জ্বালানি ও রাসায়নিকের ব্যবহার সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষতিকারক রাসায়নিক বর্জন করার লক্ষ্যে ইউনিডো, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টফ্যাসিলিটি এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে একটি বড় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি জ্বালানি, জল ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ সংক্রান্ত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। এর লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে সরাসরি ১০,৫৩০ টন এবং পরোক্ষভাবে ২১,০০০ টন বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার হ্রাস করা। একই সাথে সরাসরি ১,৪৭,০০০ টন এবং পরোক্ষভাবে ২,৯৪,০০০ টন কার্বন- ডাই-অক্সাইডসমতুল্যনিঃসরণ কমানো। এছাড়া প্রকল্পটি সরাসরি ৪০,০০০ মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে সাজানো হয়েছে, যার মধ্যে ৬০ শতাংশই নারী হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পরিকাঠামোগত পর্যায়ে, এই খাতের ভবিষ্যৎ শিল্প বিন্যাসের মধ্যেই সুস্থায়ী ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রত্যাশায় সাতটি 'পিএম মিত্র পার্ক' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে জল সরবরাহ, বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা এবং যৌথ প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিকাঠামোর সমন্বিত ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষামূলক উদ্যোগ থেকে ব্যাপক বাস্তবায়ন:নীতি, প্রযুক্তি এবং এমএসএমই সুস্থায়ী ব্যবস্থাকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হলে পরীক্ষামূলক উদ্যোগগুলোকে কারখানা ও শিল্প-গুচ্ছের (ক্লাস্টার) পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বস্ত্র শিল্পের সামগ্রিক কাঠামোর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছেএমএসএমই বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান; প্রযুক্তি, অর্থায়ন, তথ্য ও কারিগরি দক্ষতার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে যাদের নানা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হতে পারে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক একটি 'ইএসজি টাস্ক ফোর্স' গঠন করে, যেখানে সরকারি সংস্থা, শিল্প সংগঠন, চেম্বার, বহুপাক্ষিক সংস্থা, উদ্ভাবক, ব্র্যান্ড এবং শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রমের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- সার্টিফিকেশন বা সনদের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান, শিল্প-গুচ্ছগুলোকে সহায়তা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুস্থায়ী ফ্যাশন প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং ডেটা ও শনাক্তকরণযোগ্যতার জন্য ডিজিটালাইজেশন। ইএসজি টাস্ক ফোর্স জিআইজেড-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িতইইউ- ভারত রিসোর্স এফিসিয়েন্সি অ্যান্ডসার্কুলারইকোন মিইনিশিয়েটিভ (ইইউ-আই আরইসিইআই)-কে সমর্থন করেছে, যার আওতায় রয়েছে টেক্সটাইল বর্জ্যের একটি জাতীয় মূল্যায়ন, তামিলনাড়ুর জন্য একটি সার্কুলারইকোনমিরোডম্যাপ, পানিপতের জন্য একটি এমএসএমইটুলকিট এবং টেক্সটাইল রিকভারি ফ্যাসিলিটিজের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর। ইউএনইপি-র নেতৃত্বে একটি পৃথক কর্মসূচি সুরাট এবং কারুর ক্লাস্টারেরএসএমই-দের জীবনচক্র মূল্যায়ন এবং পরিবেশ- বান্ধব উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন দীর্ঘমেয়াদী সহায়কও বটে। ন্যাশনাল টেকনিক্যাল টেক্সটাইলস মিশন বর্জ্য থেকে তন্তু তৈরির প্রযুক্তি এবং টেক্সটাইল বর্জ্য ও জৈব-অবশেষকে উন্নত সবুজ উপকরণে রূপান্তরের গবেষণাকে সমর্থন করে। আইআইটিদিল্লির পানিপত ক্যাম্পাসে, অটল সেন্টার অফ টেক্সটাইল রিসাইক্লিং অ্যান্ডসাসটেইনেবিলিটি গবেষণা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের কাজ করছে, যার মধ্যে প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তাপ-প্রতিরোধীঅ্যারামিড ফাইবার বর্জ্যের পুনর্ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারত টেক্স ২০২৬-এ, শনাক্তযোগ্য শণ তন্তু, চক্রাকার ব্যবসায়িকমডেল এবং কৃত্রিম সেলুলোসিক ফাইবারের বন-মুক্ত বিকল্প হিসেবে গমের খড়ের উপর সুস্থায়ী কেন্দ্রিক গবেষণা এই খাতকে ঘিরেউদীয়মান উদ্ভাবনের ব্যাপকতাকে আরও তুলে ধরেছে।

টেক্স-ইকো: প্রবৃদ্ধির কাঠামোর মধ্যে সুস্থায়ীউন্নয়ন

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ একটি শক্তিশালী নীতিগত সংকেত দিয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলাসীতারামন শ্রম-নিবিড় বস্ত্র খাতের জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন, যেখানে টেক্স- ইকোসুস্থায়ী উন্নয়নকে তন্তু সুরক্ষা, উৎপাদন সম্প্রসারণ, ঐতিহ্যবাহী ক্লাস্টার, তাঁত, হস্তশিল্প এবং দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি স্থান দিয়েছে- একটি পৃথক পরিবেশগত কর্মসূচি হিসেবে নয়, বরং এই খাতের প্রবৃদ্ধির কাঠামোর অংশ হিসেবে। প্রস্তাবিত টেক্স-ইকো উদ্যোগটি চারটি কৌশলগত স্তম্ভকে একত্রিত করে। এগুলো হল: সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং পুনর্ব্যবহার পরিকাঠামো; জল ব্যবস্থাপনা ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস; সুস্থায়ীউন্নয়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং উদ্ভাবন, ডিজিটাল সক্ষমতা ও জ্ঞান ব্যবস্থা। টেক্সটাইল রিসাইক্লিংমেগা- হাব এবং টেক্সটাইল রিকভারি ফ্যাসিলিটিগুলো টেক্সটাইল বর্জ্যের সংগ্রহ, বাছাই, গ্রেডিং এবং রুটিং-এ সহায়তা করবে। জল ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো জেডএলডি, নবায়নযোগ্য শক্তি, স্বল্প-নিঃসরণকারীবয়লার এবং সম্পদ-সাশ্রয়ী প্রযুক্তিকে সমর্থন করবে। বাজারের বিশ্বাসযোগ্যতা জোরদার করার পাশাপাশি নিশ্চয়তা, সম্মতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চাহিদা তৈরির জন্য একটি 'ইন্ডিয়া সাসটেইনে বিলিটি মার্ক' প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি ইএসজিইকোসিস্টেম তৈরি করা এই উদ্যোগগুলোর পেছনে রয়েছে একটি বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন। বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনে একটি বিশেষায়িতসুস্থায়ী বিভাগ সুস্থায়ী ও চক্রাকার কর্মপন্থা, সম্পদের দক্ষতা, পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস, সবুজ প্রযুক্তি এবং দায়িত্বশীল উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। সরকার শুধু নিয়ন্ত্রক হিসেবেই নয়, বরং সহায়তাকারী, নেতা এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবেও অবস্থান করছে। ইএসজি কর্মসূচি পরিবেশগত দিকের বাইরেও বিস্তৃত। শ্রমিক কল্যাণ, আনুষ্ঠানিকীকরণ, সবুজ কর্মসংস্থান এবং একটি ন্যায্য রূপান্তর কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, জল ব্যবস্থাপনা, রাসায়নিক সুরক্ষা এবং চক্রাকার প্রক্রিয়ার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে, যেখানে সুশাসনের অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে মান, শনাক্তকরণযোগ্যতা, তথ্য প্রকাশ, শংসাপত্র এবং নিশ্চয়তা। পরবর্তী অধ্যায় ভারতের বস্ত্র শিল্পের সুস্থায়ী যাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রবেশ করছে, যেখানে এখন শক্তিশালী ব্যবহার-পরবর্তী সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য পরিকাঠামো, সম্পদ-দক্ষ উৎপাদন, সবুজ প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ, বিশ্বাসযোগ্য পরিমাপ ও শনাক্তকরণ যোগ্যতা এবং পুনর্ব্যবহৃত ও উন্নতমানের পণ্যের জন্য শক্তিশালী বাজারের উপর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। একটি প্রস্তাবিত সুস্থায়ী জোট সরকার, জাতিসংঘের সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) এবং শিক্ষাবিদদের একত্রিত করবে। এই অগ্রাধিকারগুলোকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যেতে হবে। বিষয়টি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুস্থায়ী ব্যবস্থা বা 'সাসটেইনেবিলিটি' এমন হতে হবে যা পরিবেশের পাশাপাশি কারখানার মালিকের জন্যও লাভজনক; যা ভোক্তার পাশাপাশি রপ্তানিকারকের জন্যও সুবিধাজনক; এবং যা ছোট উদ্যোগের পাশাপাশি বড় সমন্বিত শিল্প-পার্কের জন্যও কার্যকর। এর ফলে সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, কঠোর মানদণ্ড সম্পন্ন বিশ্ববাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হবে, রিসাইক্লিং ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ব্যবসার প্রসার ঘটবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

যে দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে তার বস্ত্র ও পোশাক খাতের বাজার প্রায় দ্বিগুণ করার পথে এগিয়ে চলেছে, তাদের জন্য সুস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ প্রবৃদ্ধির গতি কমিয়ে দেওয়া নয়। বরং এর লক্ষ্য হলো প্রবৃদ্ধির পরবর্তী ধাপকে আরও বেগবান করা- যে প্রবৃদ্ধি হবে পরিবেশবান্ধব, চক্রাকার (সার্কুলার) অর্থনীতি- ভিত্তিক, স্থিতিস্থাপক এবং সর্বোপরি অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক।

এমন এক উপহার যা অফুরান আনন্দ দেয়

একটি বর্শা... একটি বর্শা... একটি বর্শাকে ঘিরে গড়ে ওঠা এক আখ্যান।

শ্রী সুহেল শেঠ

গত সপ্তাহান্তের শুরুটা হয়েছিল বেশ তীক্ষ্ণ এক বিতর্কের মধ্য দিয়েআক্ষরিক অর্থেই "তীক্ষ্ণ", কারণ বিষয়টি ছিল একটি জ্যাভেলিন বা বর্শা নিয়ে। আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফিডে একটি বিশেষ "রিল" (ছোট ভিডিও) চোখে পড়ল; তাতে দাবি করা হচ্ছিল যে, খোদ নীরজ চোপড়ার দেওয়া একটি জ্যাভেলিন নিলামে তুলে প্রধানমন্ত্রী নাকি এক ধরণের অসম্মান বা "অপবিত্র কাজ" করেছেন। বিষয়টি আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হলো, কারণ এতে আমার আগ্রহের বেশ কয়েকটি বিষয় জড়িয়ে ছিলপ্রধানমন্ত্রী, নিলাম, রাজনৈতিক পাল্টা-আক্রমণ এবং অবশ্যই খেলাধুলা। বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরে গিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য পেলাম।

তবে তার আগে মূল কথায় আসা যাক... জ্যাভেলিন নিয়ে করা ওই সমালোচনা বা অভিযোগটি কিন্তু খুব একটা ধোপে টেকেনি।

গত কয়েক দশক ধরে আমি অনেক প্রভাবশালী নারী ও পুরুষকে নানা উপহার পেতে দেখেছি। এমন সব ঘড়ি যা তাঁরা হয়তো মাঝেমধ্যে পরেন (যদিও হয়তো আরও বেশিবার পরতে চাইতেন)। এমন সব মূর্তি বা ভাস্কর্য যা থেকে হয়তো কখনোই ধুলো ঝাড়া হয় না। আবার কখনও-সখনও হয়তো কোনো দামি শাল গায়ে জড়াতে দেখা যায়। ক্ষমতার অধিকারী অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রবণতা হলো সবকিছু জমিয়ে রাখাসংগ্রহ করা, কুক্ষিগত করা কিংবা কাঁচের শো-কেসে সাজিয়ে রাখা। ভারতে আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রীদের মার্সিডিজ গাড়ি উপহার পেতে, যা তাঁরা গর্বের সঙ্গে রাজধানী শহরের রাস্তায় চালিয়েছেন।

নরেন্দ্র মোদী সেই প্রথা ভেঙেছিলেনএমন এক সময়ে যখন আমাদের বেশিরভাগেরই সেদিকে নজর ছিল নাএবং গত পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা নিজেই এক ধরণের রেকর্ড।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অর্থাৎ "ব্র্যান্ড মোদী" বিষয়টি বিজনেস স্কুলগুলোর (যেখানে আমি মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিই) পাঠ্য বা "কেস স্টাডি" হয়ে ওঠার অনেক আগেইতাঁর মধ্যে এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। যেকোনো দক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর মতোই তাঁর কাছেও প্রচুর স্মারক বা উপহার জমা হতো; কিন্তু সেগুলো কোনো সরকারি গুদামে হারিয়ে না গিয়ে নিলামে উঠত। রূপক অর্থে নয়, আক্ষরিক অর্থেই। নিলামে বিক্রি করে সেগুলোকে অর্থে রূপান্তর করা হতো এবং সেই অর্থ এমন এক মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হতো যা তাঁর নিজের শো-কেস সাজানোর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলআর তা হলো কন্যাশিশুর শিক্ষা। হাজার হাজার উপহার নিলাম করা হয়েছিল এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা হয়েছিল "কন্যা কেলাভানি নিধি"-তে (গুজরাটি ভাষায় যার অর্থ কন্যাশিক্ষা তহবিল)। এটি ছিল সেই একই উদ্যোগ যা জুন মাসের তীব্র দাবদাহের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল; তখন তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়ে অভিভাবকদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই অনুনয়-বিনয় করতেন যেন তাঁরা তাঁদের মেয়েদের পড়াশোনা করান।

আমার ভেতরের যোগাযোগ-বিশেষজ্ঞ সত্তা এটিকে "বিবেক-তাড়িত নাট্যমঞ্চায়ন" বা "থিয়েটার" হিসেবে অভিহিত করবেআর এখানে "থিয়েটার" শব্দটি আমি সর্বোচ্চ প্রশংসাসূচক অর্থেই ব্যবহার করছি। আবার আমার সত্তার অন্য একটি অংশ এটিকে "সেবা"-র সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে দেখবে। ২০১৪ সালের পর যা ঘটেছে তা হলো, এই সহজাত প্রবৃত্তিটি তার উপযুক্ত নদীটিকে খুঁজে পেয়েছেআক্ষরিক অর্থেই। গঙ্গার হারানো নির্মল ও পবিত্র রূপ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী

উদ্যোগ 'নমামি গঙ্গে' চালু হওয়ার ফলে, প্রধানমন্ত্রীর পাওয়া উপহারের বিশাল সম্ভার অবশেষে একটি একক ও পবিত্র গন্তব্য খুঁজে পেল। শাল, তলোয়ার, ভাস্কর্য, কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের সই করা ক্রিকেট ব্যাট, অলিম্পিয়ানদের জ্যাভেলিন কিংবা দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের হাতে তুলে দেওয়া ছবিএসব কিছুই এখন পৌঁছাচ্ছে 'ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট'-এ। সেখানে মাত্র ২০০ টাকার মতো সামান্য ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সারা রাজ্যে ১১১০টি আরোগ্য মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: রাজ্যবাসীর কাছে দ্রুত ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার সারা রাজ্যেই আরোগ্য মন্দির গড়ে তুলছে। ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে ১১১০টি আরোগ্য মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল এবং রেফারেল হাসপাতালগুলিতে উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। আজ অরুন্ধতিনগরে নবনির্মিত পলিক্লিনিক এবং ভার্চুয়ালি আরও ৫টি আরবান আরোগ্য মন্দিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি রাধানগর, জগহরিমুড়া, উজান অভয়নগর, ধলেশ্বর এবং রামকৃষ্ণ শিবালয় আশ্রমের আরবান আরোগ্য মন্দিরের উদ্বোধন করেন। এডিনগরে ১২ কক্ষবিশিষ্ট আরবান পলিক্লিনিক নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী পলিক্লিনিকটি ঘুরে দেখেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এর ফলে রাজ্য থেকে বহিরাজ্যে রোগীদের রেফারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কমেছে। ২০২৩ সালে যেখানে রেফারেল রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৫৫ জন তার তুলনায় ২০২৬ সালে এখন পর্যন্ত রেফার করা রোগীর সংখ্যা ১৬১ জন। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের রোগীদের যেন বহিরাজ্যে যেতে না হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পার্বত্য এলাকায় গড়ে তোলা সেটেলাইট হেলথ সেন্টারগুলি দূরবর্তী অঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি আশাকর্মীগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যেই উন্নত চিকিৎসার জন্য টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। এই ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে জিবিপি হাসপাতালে একটি অত্যাধুনিক স্টুডিও তৈরী করা হবে। টেলিমেডিসিন ব্যবস্থার পাশাপাশি ই-সঞ্জিবনী ব্যবস্থাও কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ছিল ৭২৭টি। গত কয়েক বছরে শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ১৪০০টি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রীর প্রদর্শিত পথে কাজ করে চলেছে। রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করতে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ মেডিক্যাল সিস্টেম বা আইএইচএমএস গড়ে তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আরও উন্নতি করে রাজ্যকে ট্যুরিজম হেলথ হাব হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি-তে আরও ৪টি সুপার স্পেশালিটি ব্লক গড়ে তোলা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এডিনগর পলিক্লিনিক এবং নতুন আরোগ্য মন্দিরগুলি এলাকাবাসীর চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য অধিকর্তা সাজু বাহিদ এ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

১.৭৫ কোটি প্রতারণা: 'নটবরলাল'-কায়দায় সম্পত্তি প্রতারক ৬৭ বছরের বৃদ্ধ গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাল সম্পত্তির নথি ব্যবহার করে এক প্রবীণ নাগরিকের কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে ৬৭ বছর বয়সি এক সম্পত্তি ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশের দ্বারকা জেলা পুলিশের অ্যান্টি-অটো থেফট স্কোয়াড (এএটিএস)। অভিযুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ ভরদ্বাজের মাথার দাম ছিল ৫০ হাজার টাকা। প্রায় এক বছর ধরে পলাতক থাকার পর হরিয়ানার সোনিপত থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, সাত দিন ধরে প্রযুক্তিগত নজরদারি এবং ম্যানুয়াল নজরদারি চালানোর পর অভিযুক্তের সন্ধান মেলে। ১৩ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগকারী ওই প্রবীণ নাগরিক একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। তিনি তিহাড় জেলে ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। ২০২৪-২৫ সালে একাধিক জমির প্লট কেনাবেচার প্রলোভন দেখিয়ে তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত এবং তার কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা সহযোগী জাল সম্পত্তির নথি ব্যবহার করে ভুয়ো জমির লেনদেন চালাতেন। এর মাধ্যমে ওই প্রবীণের প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার পেনশন সঞ্চয় হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনায় রনহোলা থানায় এফআইআর নম্বর ৭৩০/২৫-এ মামলা দায়ের করা হয়। মামলা হওয়ার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক ছিল। পরে তার বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা (এনবিডব্লিউ) জারি করা হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বরের আদেশ অনুযায়ী, মামলায় পলাতক পাঁচ অভিযুক্তের সন্ধান দিতে ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

পলাতক এবং পুরস্কার ঘোষিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে দ্বারকা এএটিএসকে অভিযুক্তদের শনাক্ত, সন্ধান এবং গ্রেফতারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাব-ইন্সপেক্টর জিতেন্দ্র, হেড কনস্টেবল সোনু ও মনোজ এবং মহিলা হেড কনস্টেবল মমতা-কে নিয়ে বিশেষ দল গঠন করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এএটিএস দ্বারকার ইনস্পেক্টর মনীশ যাদব। এসিপি/অপারেশনস সুভাষ মালিকের তত্ত্বাবধানে এবং দ্বারকা জেলার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ কুশল পাল সিংয়ের সামগ্রিক নির্দেশনায় অভিযানটি চালানো হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের তথ্য যাচাইয়ের পর তার গতিবিধির উপর বিশেষ নজরদারি শুরু করা হয়। প্রযুক্তিগত তথ্য এবং মাঠপর্যায়ে যাচাইয়ের মাধ্যমে একাধিক সূত্র পাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সোনিপতে তার অবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

পুলিশের দাবি, ভরদ্বাজ 'নটবরলাল'-কায়দায় সম্পত্তি প্রতারণা চালাতেন। তার সঙ্গে পুরুষ ও মহিলা আত্মীয় বা সহযোগীরাও যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। জাল নথি তৈরি করে সম্পত্তির লেনদেন এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করাই ছিল তার কথিত কৌশল। গ্রেফতারের পর তাকে আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনায় অন্য সহযোগীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে।

উলফা-আই-তে যোগ দিতে যাওয়ার অভিযোগ, অসমে যুবক আটক

গুয়াহাটি, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-ইন্ডিপেনডেন্ট (উলফা-আই)-এ যোগ দিতে নাগাল্যান্ডের মোন জেলার উদ্দেশে যাওয়ার অভিযোগে অসমের চরাইদেও জেলা থেকে এক যুবককে আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। বৃহস্পতিবার আধিকারিকরা এ তথ্য জানিয়েছেন।

আটক যুবকের নাম শ্যামল দানাহ। তিনি চরাইদেও জেলার মাহমোরা এলাকার আলিকিনারের থুলাইচুকের বাসিন্দা। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মোনের দিকে তার গতিবিধির বিষয়ে জানতে পেরে তাকে আটক করা হয়। নিরাপত্তা আধিকারিকদের দাবি, মোন জেলা দিয়ে উলফা-আই-এর শিবিরের দিকে যাওয়ার বিভিন্ন যোগাযোগ ও রুট রয়েছে বলে তাদের কাছে তথ্য রয়েছে।

আধিকারিকদের অভিযোগ, শ্যামল দানাহ উলফা-আই-এর একজন ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার হিসেবে যুক্ত ছিলেন এবং নিষিদ্ধ সংগঠনটিতে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন। চরাইদেও পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (হেডকোয়ার্টার্স) এবং ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (সাউথ)-এর নেতৃত্বে ২০ অসম রাইফেলসের জওয়ানদের নিয়ে গঠিত যৌথ দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

পরে দানাহকে চরাইদেওতে ফিরিয়ে আনা হয়। তাকে সোনারি থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত করা হচ্ছে। উলফা-আই-এর সঙ্গে তার কথিত যোগাযোগ এবং তার গতিবিধিতে কারা সহায়তা করেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উচ্চ অসমে উলফা-আই-এর নিয়োগ, তোলাবাজি এবং সংগঠনকে সহায়তাকারী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান জোরদার করার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল। গত কয়েক মাসে নিষিদ্ধ সংগঠনটির সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ।জুন মাসে অসম পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি তিনসুকিয়ায় উলফা-আই-এর দুই সন্দেহভাজন ক্যাডারকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে অ্যাসল্ট রাইফেল, গুলি, গ্রেনেড-সহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম উদ্ধারের দাবি করা হয়।

চলতি মাসের গোড়াতেও ডিব্রুগড়ে তোলাবাজির অভিযোগে উলফা-আই-এর সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন কয়েকজনকে গ্রেফতার করে নিরাপত্তা বাহিনী। তদন্তকারীরা সংগঠনটির ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার এবং কথিত আর্থিক নেটওয়ার্কের বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন।

গত ১৪ সেপ্টেম্বরও চরাইদেওতে তোলাবাজির অভিযোগে যৌথ অভিযানে উলফা-আই-এর এক সন্দেহভাজন ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারকে আটক করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এখনও বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে উলফাকে একটি বেআইনি সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে রেখেছে। দানাহর কথিত যোগাযোগ এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও তদন্ত চলছে।

যোধপুরের কারখানায় বিস্ফোরণ: আগুন নিয়ন্ত্রণে, আহত ১৪ দমকলকর্মীর মধ্যে ৪ জনের অবস্থা সংকটজনক

জয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থানের যোধপুরের বাসনি এলাকায় হস্তশিল্পের একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় রাসায়নিক ভর্তি ড্রামে বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৪ জন দমকলকর্মী দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা সংকটজনক। তিনজনকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়েছে। এছাড়া কারখানার দুই কর্মীও দগ্ধ হয়েছেন এবং তাঁদের শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে।

আহত ১৪ জন দমকলকর্মীকেই মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পৃথক আইসিইউর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ গণেশ নগর শ্রমিক কলোনিতে অবস্থিত ওই কারখানায় আগুন লাগে। প্রায় ১২ ঘণ্টার চেষ্টার পর বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে সকাল ৭টা নাগাদ ফের আগুন জ্বলে ওঠে। এরপর দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ফিরে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। সকাল ১১টা পর্যন্ত কারখানা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।

দমকলকর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ করার সময় কারখানার ছাদ থেকে একটি পাথর পড়ে ফেনল ভর্তি একটি ড্রামের উপর পড়ে বলে জানা গিয়েছে। এরপরই শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। কারখানায় রাসায়নিক ভর্তি ড্রাম এবং থিনার মজুত থাকায় পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। আগুনের মধ্যে একাধিক ড্রাম বিস্ফোরিত হয় এবং জ্বলন্ত রাসায়নিক প্রায় ৩০০ মিটার দূর পর্যন্ত ছিটকে গিয়ে কাছাকাছি থাকা দমকলকর্মীদের আহত করে।

প্রায় ৩৫ জন দমকলকর্মী আগুন নেভানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। আগুন লাগার খবর পেয়ে বিভিন্ন দমকলকেন্দ্র থেকে ১০টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় বলে জানিয়েছেন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চিফ ফায়ার অফিসার জলজ ঘাসিয়া।

ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় আহত দমকলকর্মীদের সহকর্মীরা দমকলের গাড়ি এবং পিকআপ ভ্যানে করে এইমস যোধপুরে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এইমস-এ পৃথক বার্ন ইউনিট না থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগুনের তীব্রতার কারণে বুধবার রাত ১১টার পর ভারতীয় বায়ুসেনার দমকল দলকেও ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। যোধপুরের পুলিশ কমিশনার অংশুমান ভোমিয়া জানান, ওই হস্তশিল্প কারখানায় দাহ্য রাসায়নিক এবং থিনার ব্যবহার করা হচ্ছিল। আহত ১৪ দমকলকর্মীর মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তিনজন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন। কারখানার দুই কর্মীর শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলেও তিনি জানান ।বাসনি থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) নীতিন দাভে জানান, চিফ ফায়ার অফিসারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কারখানার মালিক রাজেন্দ্র আগরওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবের চেষ্টা চলছে।

এদিকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি দল কারখানাটির কার্যকলাপ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে। কারখানায় কীভাবে রাসায়নিক মজুত করা হচ্ছিল এবং নিরাপত্তা বিধি মেনে কারখানাটি পরিচালিত হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সুরসাগরের বিধায়ক দেবেন্দ্র যোশী। তিনি বলেন, আবাসিক এলাকায় এই ধরনের কারখানা পরিচালনা রাজস্থান প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়, সে জন্য প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা এবং এলাকায় সমীক্ষার দাবি জানাবেন বলে জানান তিনি ।স্থানীয় বাসিন্দারাও কারখানাটির কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শ্রমিক কলোনির এক বাসিন্দার দাবি, এর আগে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ।প্রশাসনের তদন্তে কারখানাটির অনুমোদন, রাসায়নিক মজুতের পদ্ধতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কীভাবে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলএই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।

যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব, উদ্বেগ নাগাল্যান্ড শিশু অধিকার কমিশনের

কোহিমা, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নাগাল্যান্ড স্টেট কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস। বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, মাদকাসক্তি এবং প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করা শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধার ঘাটতি রয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

বৃহস্পতিবার কোহিমার লোক ভবনে এনএসসিপিসিআর-এর আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল নন্দকিশোর যাদব। বৈঠকে শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

লোক ভবনের এক আধিকারিক জানান, বৈঠকে কমিশনের পক্ষ থেকে ২০২৩ সাল থেকে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়। নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন জেলায় কিশোর বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৫, শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন (পকসো), ২০১২, শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯ এবং শিশু ও কিশোর শ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬ কার্যকর করার বিষয়টি কমিশন পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানানো হয়।

আদিবাসী সংগঠন, গ্রাম পরিষদ, স্কুল এবং বিভিন্ন দফতরের জেলা পর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা হয়েছে বলেও কমিশন জানিয়েছে।

এছাড়া পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম দফতর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠান, অবজারভেশন হোম, স্পেশাল হোম এবং স্কুলগুলিও পরিদর্শন করেছে কমিশন।

লোক ভবনের বিবৃতি অনুযায়ী, শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে রেডিও এবং দূরদর্শনে আলোচনা অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়েছে। নাগাল্যান্ড পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের পাঠ্যক্রমে জেজে আইন ও পকসো আইন-এর বিভিন্ন বিধান অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগও শুরু হয়েছে।

কমিশন রাজ্য ও জেলা স্তরে পুলিশকর্মীদের জন্য জেজে আইন এবং পকসো আইন নিয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'চাইল্ড ফ্রেন্ডলি মিডিয়া' এবং শিশু সুরক্ষায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কর্মশালাও করা হয়েছে।

সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াংয়ে অনুষ্ঠিত একটি সমন্বয়মূলক কর্মসূচিতেও কমিশন অংশ নেয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'তাওয়াং ঘোষণা' প্রণয়নের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

পর্যালোচনা বৈঠকে কমিশন জানায়, যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজন এমন শিশুদের জন্য পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, মাদকাসক্তি এবং প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশুদের জন্য আরও উন্নত পরিষেবার প্রয়োজন রয়েছে।

কমিশনের কার্যক্রম আরও কার্যকর করতে অতিরিক্ত সদস্য ও নিয়মিত কর্মী নিয়োগ এবং অনুদান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে আদালত ও থানায় শিশু-বান্ধব কক্ষ তৈরি ও উৎসাহিত করার বিষয়টিও রয়েছে, যাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য আরও সংবেদনশীল পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

এছাড়া সব জেলায় সচেতনতা, সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে কমিশন। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ, শিশু পাচার ও শোষণ রোধ, অনলাইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের সচেতন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বৈঠকে নাগাল্যান্ডে শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের চলমান উদ্যোগ, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার পর্যালোচনা করা হয়।

রাজ্যের বাইরে কারিগরি শিক্ষা নেওয়া পড়ুয়াদের মণিপুরের উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

ইম্ফল, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজ্যের বাইরে কারিগরি কোর্সে পড়াশোনা করা পড়ুয়াদের মূল্যবান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে মণিপুরে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচাঁদ সিং।

বৃহস্পতিবার ইম্ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে সংখ্যালঘু, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) এবং তফসিলি জাতি (এসসি) সম্প্রদায়ের নির্বাচিত পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। 'মণিপুর মাইনরিটিজ অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'-র উদ্যোগে ওই পড়ুয়ারা আইআইটি মাদ্রাজে সেমিকন্ডাক্টর সারফেস মাউন্ট টেকনোলজি-তে দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। অনুষ্ঠানটি হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আইআইটি মাদ্রাজের আধিকারিক ও শিক্ষকরা ভার্চুয়ালি যোগ দেন।

নির্বাচিত পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের এই সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই ধরনের দক্ষতা তাঁদের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।

খেমচাঁদ সিং বলেন, সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রের প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি বিশেষায়িত হলেও উদীয়মান এই শিল্পে যুবসমাজের জন্য উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে। আইআইটি মাদ্রাজে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পড়ুয়ারা মূল্যবান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা মণিপুরের উন্নয়নে কাজে লাগাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। সংখ্যালঘু বিষয়ক, ওবিসি ও এসসি দফতরের কমিশনার-কাম-সচিব আর্মস্ট্রং পামে জানান, সারফেস মাউন্ট টেকনোলজি কর্মসূচিতে সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন উপাদান ও উপকরণের সংযোজন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আইআইটি মাদ্রাজ এই কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি শিল্পমুখী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বিশেষায়িত পরিকাঠামো ব্যবহার করে প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হবে।

৭৫টি আবেদনের মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২৫ জন স্নাতককে প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২২ জন ছেলে এবং তিন জন মেয়ে। স্নাতকের বিষয় নির্বিশেষে নির্বাচিত পড়ুয়ারা আইআইটি মাদ্রাজে ১৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ নেবেন। মণিপুর সরকার প্রশিক্ষণ, থাকা ও যাতায়াতের খরচ বহন করবে এবং আইআইটি মাদ্রাজ সহযোগিতা করবে।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর আইআইটি মাদ্রাজ তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় চাকরির সুযোগের জন্য প্লেসমেন্ট সহায়তা দেবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই চাকরিগুলিতে মাসে প্রায় ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা বেতন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে ।অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি আইআইটি মাদ্রাজের অধিকর্তা পদ্মশ্রী অধ্যাপক ভি. কামাকোটি, অধ্যাপক আর. সারথি-সহ অন্যান্য শিক্ষক ও আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুজো-দীপাবলিতে সাশ্রয়ী দামে চিনি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার ও শিল্পমহল: ইসমা

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আসন্ন উৎসবের মরশুমে, বিশেষ করে দশেরা ও দীপাবলির সময় সাধারণ মানুষের জন্য সাশ্রয়ী দামে চিনি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার ও চিনি শিল্প একসঙ্গে কাজ করছে বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়ান সুগার অ্যান্ড বায়ো-এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইসমা)। বৃহস্পতিবার আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইসমার ডিরেক্টর জেনারেল দীপক বল্লানি জানান, উৎসবের সময় চাহিদা বাড়লেও দেশে চিনির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের পাশাপাশি শিল্পমহলের অগ্রাধিকার।

বল্লানি বলেন, "সরকার ও শিল্পমহলআমরা বিশেষ করে উৎসবের মরশুমে ভোক্তাদের খুবই যুক্তিসঙ্গত দামে চিনি সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

তিনি জানান, সামনে দশেরা ও দীপাবলি-সহ একাধিক উৎসব রয়েছে। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সাশ্রয়ী দামে বাজারে চিনি পাওয়া যাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা জরুরি ।ইসমার ডিরেক্টর জেনারেল বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বর্তমানে চিনির সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে। একইসঙ্গে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, খুচরো বাজারে চিনির দাম ইতিমধ্যেই কিছুটা কমেছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে তা আরও কমতে পারে ।বল্লানি জানান, চিনি উৎপাদনকারীদের কারখানা থেকে সরবরাহের দাম বা এক্স-মিল দাম এবং খুচরো বাজারের দামের মধ্যে সাধারণত কিছুটা সময়ের ব্যবধান থাকে। পাইকারি পর্যায়ে দাম কমার সুফল সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে খুচরো বাজারে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগে ।তাঁর মতে, এক্স-মিল চিনির দাম ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে সারা দেশে এক্স-মিল চিনির গড় দাম প্রতি কুইন্টালে প্রায় ৪,৪৫০ টাকা। ফলে বাজারে কম দামের এই প্রভাব ধীরে ধীরে খুচরো বাজারেও পড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বল্লানি বলেন, "এক্স-মিলের দাম ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কমেছে। সারা দেশে গড় এক্স-মিল দাম এখন ৪,৪৫০ টাকা। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খুচরো দামও কমবে বলে আমি মনে করি।"

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ৯৫তম বলিদান দিবসে এআইডিএসও'র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

অজানা কাহিনীতে

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসু উনিশ শতকের মুক্তচিন্তক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করায় তৎকালীন গোড়া হিন্দুদের বিরাগভাজনের শিকার হন। পরাধীন ভারতবর্ষের মাটিকে ইংরেজদের পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত করার মহান যজ্ঞে রাজনারায়ণ বসু নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। “রাজনারায়ণ বসু আত্ম-চরিত” বইটির ভূমিকা ও টীকা লিখেছেন, বারিদবরণ ঘোষ।

বইটির জন্ম ও বংশ-বৃত্তান্ত অধ্যায়ে জানা যায়, “আমার স্মরণ হয়, যে পর্য্যন্ত না ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করি, প্রতি জন্মতিথি দিবসে মাতাঠাকুরাণী আমাকে পীতবস্ত্র পরাইতেন ও আমা দ্বারা একটি মাছ পুকুরের ছাড়িয়া দেওয়াইতেন”। শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা অধ্যায় থেকে জানা যায়, “সাত বছর বয়ঃক্রমের সময় পিতাঠাকুর আমাকে শিক্ষা দিতে কলকাতায় আনেন। আনিয়া প্রথমে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতে আমাকে ভর্তি করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখিবার জন্য শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এই স্কুল বৌবাজারের একটি ছোটো অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল”।

অপরদিকে, একই অধ্যায় লেখক দেখিয়েছেন, “হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি হস্তযন্ত্রের মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্র সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত। এই সংবাদপত্রের নাম ক্লাব ম্যাগাজিন ছিল”। কর্মজীবন অধ্যায়ে জানা যায়, “ব্রাহ্মসমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দুর্গাচরণবাবু ও শ্যামাচরণবাবু তাহার কার্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। ওই কার্য ছয় মাস করিলে তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হই”।

বইটিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে লেখা রাজনারায়ণ বসুর পত্র; বিদ্যাসাগরের পত্র : রাজনারায়ণকে লেখা; স্বর্ণকুমারী দেবীর চিঠি : রাজনারায়ণকে লেখা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, টাঁকশাল, কলকাতা মাদ্রাসা, তেজচন্দ্র বাহাদুর, নন্দকিশোর বসু সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানা যায়।

লালমাটি প্রকাশনী

মূল্য - ৫০০ টাকা

দিমাগী নকশাল: বিভ্রান্তির রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সমকালীন সমাজ

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রশিক্ষক)

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রাম নকশালবাড়ি থেকে যে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল; তা ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজভাবনায় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্ম দেয়। তবে সময়ের পরিক্রমায় এবং মতাদর্শিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ‘নকশাল’ শব্দটি কেবল একটি নির্দিষ্ট সশস্ত্র রাজনৈতিক ধারায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। একুশ শতকের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আলোচনায় যুক্ত হয়েছে একটি নতুন শব্দবন্ধ ‘দিমাগি নকশাল’ বা ‘আরবান নকশাল’। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা; বাকস্বাধীনতা এবং বৌদ্ধিক চর্চার সামাজিক সীমানা নির্ধারণে এই শব্দটি বর্তমানে অত্যন্ত চর্চিত এবং বিতর্কিত। ‘দিমাগি নকশাল’ বা মনস্তাত্ত্বিক নকশালবাদ বলতে মূলত বোঝানো হয় সেই ধারণাকে; যেখানে কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র হাতে বনাঞ্চলের সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত নন; কিন্তু শহর বা নগরকেন্দ্রিক সুশীল সমাজে বসবাস করে একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শিক প্রভাব বিস্তার করেন। রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে; বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; লেখক; সাংবাদিক; মানবাধিকার কর্মী কিংবা শিল্পীদের এক অংশকে এই পরিচয়ে চিহ্নিত করা প্রবণতা দেখা যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হলো-তারা আইনের শাসন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সমালোচনা করে পরোক্ষভাবে চরমপন্থী বা রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতাকে জনমানসে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে; মানবাধিকার কর্মী ও সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশের মতে; ‘দিমাগী নকশাল’ কোনো ব্যাকরণগত রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়; এটি একটি সুবিধাজনক তকমা। রাষ্ট্রের মূলধারার নীতির সাথে দ্বিমত পোষণকারী বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়া কণ্ঠস্বরগুলোকে দমন করতেই এই জাতীয় শব্দের প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেকোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাকস্বাধীনতা এবং গঠনমূলক সমালোচনা হলো মূল ভিত্তি। কিন্তু যখন কোনো চিন্তাধারা বা মতাদর্শের সাথে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িয়ে পড়ে; তখনই শুরু হয় জটিল দ্বন্দ্ব। একদিকে; ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশে মূলধারার উন্নয়ননীতির ফলে বহু ক্ষেত্রে আদিবাসী বা প্রান্তিক মানুষ জমি ও জীবিকা হারানোর ঝুঁকিতে পড়েন। তাঁদের হয়ে যখন আইনজীবী বা মানবাধিকার কর্মীরা আইনি ও আইডোলজিকাল লড়াই চালান; তখন তাকে চরমপন্থার তোষণ বলা যায় কি না; তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর মতভেদ রয়েছে। রাষ্ট্র মনে করে; মতাদর্শগত বা ‘দিমাগী’ সমর্থন সশস্ত্র আন্দোলনকে জ্বালানি জোগায়; কারণ এটি বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে সহিংসতাকে নান্দনিক ও রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। অপরদিকে; নাগরিক সমাজের আশঙ্কা; গণতান্ত্রিক পরিসরে ভিন্নমত বা প্রতিবাদের অধিকারকে যদি ঢালাওভাবে ‘দিমাগী নকশালবাদ’ বলে চিহ্নিত করা হয়; তবে স্বাধীন চিন্তার সুযোগ সংকুচিত হবে। কোনো সরকারের নীতি বা প্রশাসনিক পদক্ষেপের সমালোচনা করার অর্থই রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয় এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বজায় রাখা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। বর্তমান ডিজিটাল যুগে ‘দিমাগী নকশাল’ বিষয়টি কেবল প্রশাসনিক নথিতে আবদ্ধ নেই; এটি সামাজিক মাধ্যম ও দূরদর্শনের বিতর্কসভার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে হ্যাশট্যাগ ও চটজলদি প্রচারের মাধ্যমে এই শব্দবন্ধটি জনমানসে তীব্র মেরুকরণ তৈরি করেছে। একপক্ষ একে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রতি সবচেয়ে বড় ‘অদৃশ্য হুমকি’ হিসেবে দেখে; অন্যপক্ষ একে স্বাধীন চিন্তাবিদ ও

বুদ্ধিজীবীদের মুখ বন্ধ করার একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে। সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব এখানে অত্যন্ত সংবেদনশীল। যেকোনো ঘটনাকে কেবল অতি-সরলীকৃত তকমায় চিহ্নিত না করে; আন্দোলনের পেছনের সামাজিক ;অর্থনৈতিক ও মতাদর্শিক কারণগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ‘দিমাগী নকশাল’ বিতর্কের মূল নির্য্যাস লুকিয়ে রয়েছে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্কের মধ্যে। কোনো সন্দেহ নেই যে; যেকোনো সহিংসতা বা দেশের সার্বভৌমত্বকে বিনষ্ট করার চেষ্টা আইনের কঠোরতম ধারায় মোকাবিলা করা উচিত। সশস্ত্র চরমপন্থা প্রতিরোধে রাষ্ট্রের জিরো-টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা স্বাভাবিক। তবে একই সাথে মনে রাখা প্রয়োজন; সমাজ থেকে ভিন্নমত বা বৈপ্লবিক চিন্তাকে কেবল আইনি আইনি আইনি বা প্রশাসনিক তকমা দিয়ে নির্মূল করা সম্ভব নয়। দারিদ্র্য; জল ও জঙ্গল-জমির অধিকার রক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্যের মতো মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে কোনো না কোনো রূপে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকবে। গণতন্ত্রের শক্তি নিহিত রয়েছে সহনশীলতায়। সুস্থ আলোচনা; বিচার বিভাগীয় স্বচ্ছতা এবং আইনের শাসনের মাধ্যমেই নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার মধ্যে একটি সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। ‘দিমাগী নকশাল’ ধারণাটির অতি- ব্যবহার যেমন প্রকৃত নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকিকে আড়াল করতে পারে; তেমনই তা সুস্থ বৌদ্ধিক চর্চার পুরী মন্ডলকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই রাজনৈতিক মেরুকরণের ঊর্ধ্বে উঠে নীতিগত ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই আলোচনার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি।

মেচেদা ;পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল
নাম্বার-৬২৯৫৫৩৩১০৭

ওষুধের থেকেও দেবে বেশি উপকার : যোগা

আর্থাইটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। বয়স ৩০ ছুঁতেই এখন অনেকের শরীরে আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা যায়। আসলে যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। এর জন্য ব্যথার ওষুধ থাকলেও অনেক সময় তাতেও আরাম পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্যথার অন্যতম কারণ হল ফিট না থাকা। ফলে নিয়মিত ব্যায়াম করলে এই ব্যথা এড়ানো যায়। এমনকি নিয়মিত ব্যায়াম করলে দীর্ঘদিনের ব্যথা কমেও যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যায়াম শুধু গাঁটের ব্যথা কমায় না, পেটের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। কোনও রোগ না থাকলেও অনেকে হজমের গন্ডগোলে ভোগেন। ব্যায়ামের ফলে সেই সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। ক্রনিক রোগ কিছু নির্দিষ্ট অভ্যাসের কারণে হয়। যোগ ব্যায়াম করলে সেই ক্রনিক রোগও সহজে কাবু করতে পারে না। এক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি যোগাই দেবে আরাম। দেখে নিন আর্থাইটিসের ব্যথা কমাতে নিয়মিত কোন যোগাসনগুলি করবেন।

ত্রিকোণাসন-ঃ ত্রিকোণাসন যোগা করার জন্য প্রথমে দু’টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হাত দু’’টি দু’পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু’টি ভাঙা চলবে না। এ ভাবে দশ অবধি গুনুন। এ বার দু’টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন।

ট্রায়াঙ্গল পোজ -ঃ ট্রায়াঙ্গল পোজ আর্থাইটিসের ব্যথা কমায়। এই ব্যায়ামের দুপা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে এক পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হয়। এই সময় অন্য হাতটি সোজা উপরের দিকে তাক করা থাকে। ট্রায়াঙ্গল পোজ কোমর ও নিতম্ব অংশের ব্যথা সারাতে সাহায্য করে। এছাড়া মেরুদন্ডও মজবুত করে।

পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা

পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা করতে সবার প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে দু’হাত মাথার দু’পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু’টি এক সঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু’হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু’পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক উরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন।

ওয়ারিয়র টু পোজ ঃ- এই পোজে এক পা সামনে একটি পদক্ষেপের মতো এগিয়ে দিতে হয়। পিছনের পা যতটা সম্ভব পিছনে রেখে এক হাত সামনের দিকে ও আরেক হাত পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। এই ব্যায়াম পেটের অঙ্গগুলোকে ভালো রাখে। পাশাপাশি শরীরের ভারসাম্যও সুষ্ঠু রাখে।

শলভাসন ঃ- শলভাসন করার জন্য উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার আপনার থুতনি মাটিতে স্পর্শ করান। পা দু’টি টানটান করে গোড়ালি দু’টিকে স্পর্শ করান। হাতের পাতা উল্টো করে উরুর নীচে রাখুন। এ বার প্রথমে বাঁ পা সোজা করে সামান্য উপরের দিকে তুলে ৫ অবধি গুনুন এবং নামিয়ে নিন। একই ভাবে ডান পা-টি উপরের দিকে তুলে নামিয়ে আনুন। এ বার দু’টি পা একসঙ্গে উপরের দিকে তুলুন। দশ অবধি গুনে পা দু’টি নীচে নামিয়ে আনুন। পর পর ৩ বার আসনটি করুন। স্নায়ু এবং মাংসপেশিকে সচল রাখতে সাহায্য করে এই আসন।

ব্রিজ পোজ ঃ- ব্রিজ পোজে মাটিতে শুয়ে পা ভাঁজ করে পেটের অংশ উপরের দিকে ওঠাতে হয়। এই অবস্থায় দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হবে। এই পোজে ঘাড়, গলা, হাঁটু ও বুকের পেশি শক্ত হয়। পাশাপাশি এই অঙ্গগুলোর ব্যথাও কমে। প্রসঙ্গত,যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। আর্থাইটিসের ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ তো রয়েছেই। তবে নিয়মমাফিক জীবনযাপন করাটাও অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা দিলেই খাওয়াদাওয়ায় আনতে হবে বদল। বাইরের তেল-মশলাদার খাবার একেবারেই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও সমান জরুরি। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, আর্থাইটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে শরীরচর্চা করা খুব দরকার।

আক্কেল দাঁত কেন ওঠে, আর উঠলেই কেন এত ব্যথা ?

মরিয়ম সুলতানা

মানুষের প্রায় সব দাঁত কৈশোরের মাঝেই উঠে যায়। তবে মুখের একেবারে পেছনের কয়েকটি দাঁত ওঠে সবার শেষে, সাধারণত যখন একজন মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পথে। বয়সের সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ও বিচারবোধ পরিণত হয়, এমন ধারণা থেকেই বাংলায় এই দাঁতের প্রচলিত নাম “আক্কেল দাঁত”। আক্কেল শব্দের অর্থ বুদ্ধি বা বিচারবোধ। একই কারণে ইংরেজিতে একে বলা হয় “উইজডম টুথ”। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় “থার্ড মোলার” দাঁত বা তৃতীয় পেষণ দাঁত। দাঁতের সারিতে এটি তৃতীয় মোলার বলেই এমন নাম।

যদিও এই আক্কেল দাঁত সবার ওঠে না। যাদের ওঠে, তাদের কারও কারও ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই হয় না, আবার কারও জন্য এটি হয়ে ওঠে ব্যথা ও ভোগান্তির কারণ। কিন্তু আক্কেল দাঁত এত দেরিতে ওঠে কেন? দাঁতটি ওঠার সময় ব্যথাই বা হয় কেন? কত বয়স পর্যন্ত এটি উঠতে পারে এবং ব্যথা হলে কি দাঁত তুলে ফেলাই একমাত্র সমাধান?

আক্কেল দাঁত ওঠার সঠিক বয়স

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাধারণত ৩২টি দাঁত থাকে। এর মধ্যে মুখের ওপরের ও নিচের চোয়ালের দুই পাশে একেবারে শেষে প্রতিটি কোণায় একটি করে মোট চারটি আক্কেল দাঁত থাকতে পারে। তবে সবার চারটি আক্কেল দাঁতই থাকে না। কারও একটি, দুটি বা তিনটি থাকতে পারে, আবার কারও একটিও না থাকতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, সাধারণত ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সের মধ্যে আক্কেল দাঁত উঠতে শুরু করে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বা এনএইচএস বলছে, সাধারণত কৈশোরের শেষ ভাগ থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মাঝে এই দাঁত ওঠে। তবে এর অর্থ এই নয় যে নির্দিষ্ট বয়স পার হয়ে গেলেই আর আক্কেল দাঁত উঠবে না। কারও ক্ষেত্রে আরও পরে আক্কেল দাঁত বের হতে পারে। আমাদের আক্কেল দাঁত কেন থাকে? আক্কেল দাঁত যদি মাড়ির সঠিক অবস্থানে উঠে, তাহলে তা মুখের পেছনের অংশে সমর্থন দিতে পারে এবং চোয়ালের হাড় সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারে। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, আক্কেল দাঁতের আসলে খুব একটা প্রয়োজন নেই। বরং অধিকাংশ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এগুলোকে অবশিষ্টাঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ, একসময় এগুলোর একটি নির্দিষ্ট কাজ ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক বলছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের আদিম খাদ্যতালিকায় প্রচুর কাঁচা উদ্ভিদ, শক্ত বাদাম এবং শক্ত ও আঁশযুক্ত মাংস ছিল। এসব খাবার চিবিয়ে হজমের উপযোগী করতে আক্কেল দাঁত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বর্তমানে আধুনিক খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালি এবং খাওয়ার বিভিন্ন উপকরণ আক্কেল দাঁতের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই দূর করে দিয়েছে। খাদ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে আমাদের দেহেও কিছু ছোটখাটো বিবর্তনগত পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের চোয়াল আগের তুলনায় ছোট হয়ে গেছে। এ কারণেই অনেকের মুখে আক্কেল দাঁত ওঠার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। সাধারণত মানুষের চারটি আক্কেল দাঁত থাকে, কিন্তু সবকটি সবসময় ওঠে না। প্রতি ১০ জনের মধ্যে প্রায় আট জনের ক্ষেত্রেই অন্তত একটি দাঁত ওঠে না। তবে কোনো আক্কেল দাঁত না ওঠা কিংবা চারটিই ওঠাএ সবই স্বাভাবিক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আক্কেল দাঁত উঠলে ব্যথা হয় কেন? আক্কেল দাঁত অন্য দাঁতের মতো স্বাভাবিকভাবে এবং পর্যাপ্ত জায়গা নিয়ে উঠলে সাধারণত সমস্যা হয় না। তবে এই দাঁত ওঠার সময় সামান্য অস্বস্তিও হতে পারে।

আক্কেল দাঁত মূল সমস্যা তৈরি করে মূলত জায়গার অভাবে।

এই দাঁত মাড়ির একেবারে শেষে ওঠে। সেখানে দাঁতটির স্বাভাবিকভাবে বের হওয়ার মতো পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে সেটি পাশের দাঁতের দিকে হেলে যেতে পারে অথবা মাড়ি কিংবা চোয়ালের হাড়ের মধ্যে আংশিক বা পুরোপুরি আটকে থাকতে পারে। এমন দাঁতকে বলা হয় “ইমপ্যাক্টেড উইজডম টুথ” বা আটকে থাকা আক্কেল দাঁত। আংশিক বের হওয়া দাঁতের ওপর মাড়ির একটি অংশ থেকে গেলে সেখানে খাবারের কণা ও ব্যাকটেরিয়া জমতে পারে। এতে দাঁতের চারপাশের মাড়িতে প্রদাহ বা সংক্রমণ হতে পারে, যাকে বলে “পেরিকোরোনাইটিস”। এমনকি এতে করে দাঁত ক্ষয়ও হতে পারে। আংশিক বের হওয়া দাঁতের আশপাশ পরিষ্কার করা কঠিন হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্কেল দাঁতের চারপাশে তরল জমে সিস্ট কিংবা অ্যাবসেস বা পুঁজ জমে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চিকিৎসা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মায়ো ক্লিনিক বলছে, ইমপ্যাক্টেড দাঁত পাশের দাঁতের ক্ষতিও করতে পারে। এ অবস্থায় ব্যথার পাশাপাশি মাড়ি ফুলে যাওয়া, মুখ খুলতে বা চিবোতে অসুবিধা হয়। কিন্তু যদি আক্কেল দাঁত সঠিকভাবে ওঠে, তাহলে তা খাবার চিবোতে সাহায্য করে। মানুষের প্রতি চোয়ালে সাধারণত তিনটি করে মোলার বা পেষণ দাঁত থাকে। সামনে থেকে পেছনের দিকে এগুলো হলো প্রথম মোলার, এরপর দ্বিতীয় মোলার এবং তৃতীয় মোলার। একেবারে শেষে থাকা তৃতীয় মোলারটিই হলো উইসডম টিথ বা আক্কেল দাঁত। অনেকসময় বাইরে থেকে দাঁতটি দেখা না গেলেও এক্স-রেতে এর অবস্থান শনাক্ত করা যায়। ঢাকার একজন দন্ত চিকিৎসক ডা. এ. কে. এম. হাসানুজজামান জানান, দাঁতের অবস্থান ভালো হলে এবং ওঠার পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে এক থেকে দুই বছরের মধ্যে আক্কেল দাঁত স্বাভাবিকভাবে উঠে আসতে পারে। এ সময়ে কয়েক মাস পরপর ব্যথা হতে পারে। আক্কেল দাঁত ওঠার সময় রোগীদের প্রধান সমস্যা হলো ব্যথা ও ফোলা এবং অনেকের মুখ পুরোপুরি খুলতেও সমস্যা হয় বলে তিনি জানান। মাড়ির সংক্রমণ দীর্ঘদিন চিকিৎসা না করে ফেলে রাখলে বিরল ক্ষেত্রে তা মুখ ও গলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ‘লুডউইগস অ্যাঞ্জাইনা’র মতো গুরুতর সংক্রমণ তৈরি করতে পারে। তিনি বলেন, ‘তখন শ্বাস নিতে বা খাবার খেতে সমস্যা হয় এবং গুরুতর অবস্থায় চলে গেলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি অস্ত্রোপচারের দিকেই চলে যায়।’

ব্যথা হলে কী করবেন, দাঁত কি তুলতেই হবে?

আক্কেল দাঁতে ব্যথা হলেই সেটি তুলে ফেলতে হবে, এমন নয়। এনএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, আক্কেল দাঁত কোনো সমস্যা তৈরি না করলে সাধারণত সেটি তুলে ফেলা হয় না। বরং, নিয়মিত ডেন্টাল চেকআপের মাধ্যমে দাঁতটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। তবে বারবার মাড়িতে সংক্রমণ, তীব্র ব্যথা, দাঁত ক্ষয়, পাশের দাঁতের ক্ষতি, সিস্ট বা অ্যাবসেসের মতো সমস্যা হলে চিকিৎসক দাঁতটি তুলে ফেলার পরামর্শ দিতে পারেন। সাধারণত দাঁত তোলার আগে মাড়িতে লোকাল অ্যানেসথেটিক ইনজেকশন দিয়ে জায়গাটি অবশ করে দেওয়া হয়, যাতে দাঁত তোলার সময় ব্যথা না লাগে। রোগীকে স্বস্তিতে রাখতে সেডেশন দেওয়া হতে পারে। আবার দাঁত তোলা জটিল হলে বা রোগী খুব উদ্বিগ্ন থাকলে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া হয়, যাতে তিনি ঘুমিয়ে থাকেন।

আক্কেল দাঁত তোলার মূল ধাপগুলো হলো:

দাঁতটি মাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকলে চিকিৎসক প্রথমে মাড়িতে ছোট করে কাটেন। এরপর দাঁতটি যে গর্তের মধ্যে রয়েছে, সেটি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশস্ত করেন। দাঁতটি এক টুকরোয় বের করা হয়। প্রয়োজন হলে দুই বা তিন টুকরো করে বের করা হতে পারে।

সবশেষে মাড়িতে এমন সেলাই দেওয়া হয়, যা পরে নিজে থেকেই মিশে যায়। সাধারণত পুরো প্রক্রিয়াটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয় এবং এনএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, আক্কেল দাঁত তুলতে ৪০ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী একই দিনে বাড়ি ফিরতে পারেন। তবে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া হলে কখনও হাসপাতালে এক রাত থাকতে হতে পারে। দাঁত তোলার পর সেরে উঠতে কতদিন লাগে সাধারণত আক্কেল দাঁত তোলার পরদিন থেকেই স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজে ফেরা যায়। তবে দাঁত তোলার প্রক্রিয়া জটিল হলে বা জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া হলে এক থেকে তিন দিন কাজ থেকে ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, বলছে এনএইচএস। এমনিতে দাঁত তোলার পর দুই সপ্তাহ পর্যন্ত কিছু সমস্যা থাকতে পারে। যেমন— সাধারণত কিছুটা ব্যথা ও ফোলা থাকে, যা এক বা দুই দিন পর থেকে কমতে শুরু করে গালে কালশিটে দাগ দেখা দিতে পারে চোয়ালে ব্যথা ও শক্তভাব থাকতে পারে খাবার চিবানো ও গিলতে অস্বস্তি হতে পারে সেলাই দেওয়া হয়ে থাকলে সাধারণত তা নিজে থেকেই মিশে যায়। আর দাঁত তোলার পর ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট হয়ে থাকে। এটি মূলত ক্ষতটি সেরে উঠতে সাহায্য করে। দাঁত তোলার পর প্রথম কয়েক দিন দ্রুত ও ভালোভাবে সেরে ওঠার জন্য কী করা উচিত, সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছে এনএইচএস।

আক্কেল দাঁত তোলার পর যা করবেন—

ব্যথা কমাতে চিকিৎসকের পরামর্শে প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে চিবাতে স্বস্তি না আসা পর্যন্ত নরম বা তরল খাবার খাওয়া ভালো। মাউথওয়াশ বা কুসুম গরম লবণপানি দিয়ে আলতোভাবে কুলি করে ক্ষতস্থান পরিষ্কার রাখতে হবে। অন্য দাঁতগুলো সাবধানে পরিষ্কার করতে হবে, তবে ক্ষতস্থান এড়িয়ে চলতে হবে, যাতে সেলাই বা ক্ষতের ওপর তৈরি হওয়া ব্লাড ক্লট নষ্ট না হয়। রক্তপাত হলে পরিষ্কার কাপড় বা তুলা দিয়ে অন্তত ১০ মিনিট জায়গাটি চেপে ধরতে হবে। যা এড়িয়ে চলবেন--- জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া দেওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টা এবং সেডেটিভ ইনজেকশনের পর ২৪ ঘণ্টা গাড়ি চালানো যাবে না। শক্ত বা মচমচে খাবার এবং বাদাম বা বীজের মতো ক্ষতস্থানে আটকে যেতে পারে এমন খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। ধূমপান করা উচিত নয়, কারণ এতে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

আক্কেল দাঁত তোলা সহজ প্রক্রিয়া হলেও কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে। যেমন— ড্রাই সকেট: দাঁত তোলার পর যে গর্ত বা সকেট তৈরি হয়, সেখানে স্বাভাবিকভাবে রক্ত জমাট বাঁধার কথা। সেটি ঠিকভাবে তৈরি না হলে বা মাড়ির ক্ষত সেরে ওঠার আগেই জমাট রক্ত সরে গেলে তীব্র ব্যথা অনুভব হতে পারে, যাকে “ড্রাই সকেট” বলা হয়। সংক্রমণ: ক্ষতস্থানে সংক্রমণ হতে পারে। এর চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিকের লাগতে পারে। স্নায়ুর ক্ষতি: দাঁতের কাছাকাছি থাকা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে জিহ্বা, ঠোঁট বা থুতনিতে অসাড়তা কিংবা ঝিনঝিন অনুভূতি হতে পারে। সাধারণত এটি ধীরে ধীরে ভালো হয়ে যায়, তবে কখনও কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

ফ্রিজে রাখলেই বিষাক্ত হতে পারে এই ৫ খাবার

খাবার টাটকা রাখতে এবং পচে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের প্রথম ভরসা ফ্রিজ। রান্না করা খাবার থেকে শুরু করে কাঁচা আনাজসবই আমরা নির্বিচারে তুলে রাখি রেফ্রিজারেটরে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু খাবার ফ্রিজে রাখা একেবারেই অনুচিত। এগুলো ফ্রিজের নিম্ন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে এলে নাকি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ক্ষতিকর উপাদানে পরিণত হতে পারে, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ!

কী কী ভুলেও ফ্রিজে রাখবেন না?

১) রসুন ফ্রিজে রাখলে আর্দতার কারণে দ্রুত ছাতা বা ফাঙ্গাস ধরে যায় এবং তা ভেতর থেকে অংকুরিত হতে শুরু করে। ফ্রিজের ভেতর রসুনের স্বাদে বদল আসে এবং এতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর আশঙ্কা বাড়ে, যা পেটের নানা সমস্যা তৈরি করতে পারে।

২) ফ্রিজে আর্দ্রতা বেশি থাকায় পেঁয়াজ খুব দ্রুত নরম হয়ে যায় এবং তাতে ফাঙ্গাস ধরে। বিশেষ করে কাটা পেঁয়াজ ফ্রিজে রাখলে তা বাতাসের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দ্রুত শুষে নেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পেঁয়াজ সব সময় ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় ও বাতাস চলাচল করে এমন শুকনো জায়গায় রাখা উচিত।

৩) আলুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ বা শ্বেতসার থাকে। আলু ফ্রিজে রাখলে এই স্টার্চ দ্রুত শর্করা বা চিনিতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এই আলু উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করলে বা ভাজলে ‘অ্যাক্রিলামাইড’ নামক এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ

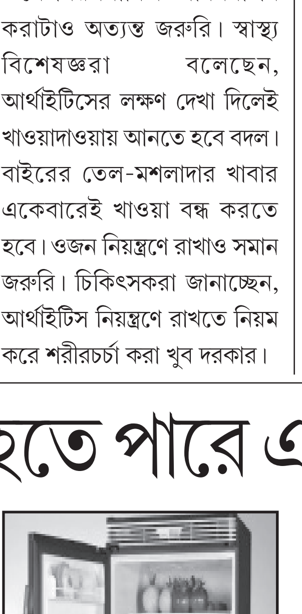

তৈরি হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ভালো নয়। ৪) আর্দ্র পরিবেশে আদা খুব দ্রুত পচে যায় এবং এর গায়ে এক ধরনের ফাঙ্গাস জমে। এই ফাঙ্গাসযুক্ত আদা গ্রহণ করলে যকৃৎ ও কিডনির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। আদা সব সময় শুকনো জায়গায় রাখা শ্রেয়। ৫) মধু ফ্রিজে রাখলে বিষাক্ত না হলেও এর প্রাকৃতিক গুণাগুণ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ঠান্ডায় মধু জমাট বেঁধে দানাদার ও স্ফটিকের মতো হয়ে যায়, যা এর আসল ঘনত্ব ও স্বাদ নষ্ট করে। মধু সাধারণ তাপমাত্রাতেই বহুকাল ভালো থাকে। খাবার ফ্রেশ রাখা ভালো অভ্যাস, তবে কোন খাবার কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয় তা জানা জরুরি। কাঁচা রসুন, পেঁয়াজ বা আলু কোনওদিনই ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। এগুলি ঝুড়িতে করে ঘরের শুকনো ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখাই স্বাস্থ্যকর। শরীর সুস্থ রাখতে রান্নার উপকরণের সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি মেনে চলা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অব্যবহৃত চা-বাগানের জমি শিল্প ও পর্যটন প্রকল্পে ব্যবহারের পরিকল্পনা: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরায় চা চাষের জন্য বরাদ্দ করা হলেও বর্তমানে অব্যবহৃত জমি শিল্প ও পর্যটন প্রকল্পের জন্য ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা জানান, বিনিয়োগকারীদের জমির চাহিদা মেটাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সরকারি আধিকারিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে চা চাষের জন্য মোট ১২ হাজার ৮৩২ হেক্টর জমি বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার হেক্টর জমিতে চা চাষ হচ্ছে। ফলে অব্যবহৃত জমির একটি অংশ অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন শিল্প ও পর্যটনভিত্তিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে বহু উদ্যোক্তা আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে চা চাষের জন্য বরাদ্দ কিন্তু বর্তমানে অব্যবহৃত জমি অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, অব্যবহৃত চা-বাগানের জমি শিল্প ও অন্যান্য প্রকল্পের জন্য দেওয়ার প্রস্তাবে ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

গত জুলাই মাসে আয়োজিত ব্যবসায়িক সম্মেলনের পর রাজ্যে বিনিয়োগের আগ্রহ আরও বেড়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ওই সম্মেলনে ত্রিপুরার বাইরে থেকে ১,২০০-রও বেশি প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনের পর একাধিক বিনিয়োগকারী রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রকল্প স্থাপনের জন্য জমির দাবি জানিয়েছেন।

প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মধ্যে পর্যটন প্রকল্পের পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজ এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালও রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।এদিকে, রাজ্যে চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামো আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি কোর্স চালুর বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, সম্প্রতি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের জন্য আরও ১০০টি এমবিবিএস আসনের অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠান দুটির মোট এমবিবিএস আসন সংখ্যা বেড়ে ২৫০ হয়েছে।

বর্ধিত আসনসংখ্যার পর এবার চিকিৎসা শিক্ষার পরবর্তী ধাপ হিসেবে সুপার স্পেশালিটি কোর্স চালুর মাধ্যমে রাজ্যে বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিষেবার পরিধি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ‘খারাপ’ বাণিজ্য চুক্তি তড়িঘড়ি করায় সমালোচনার মুখে ইউনূস সরকার: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ‘অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোকাল ট্রেড’ (এআরটি) নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। ঢাকাভিত্তিক সংবাদপত্র দ্য ডেইলি স্টার-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ দিনগুলিতে তড়িঘড়ি করে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং এতে বাংলাদেশকে মূলত ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নির্ধারিত শর্ত মেনে নিতে হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এআরটি স্বাক্ষর করে। এর মাত্র তিন দিন পরই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, যার মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবর্তে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার কথা ছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে কোনও নির্বাচিত সংসদ এর বিষয়ে আলোচনা বা অনুমোদন দেয়নি। নতুন সংসদ ক্ষমতায় আসার পরও চুক্তিটি এখনও পর্যালোচনা করেনি বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম এআরটি স্বাক্ষরের জন্য তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যায়। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এখনও ধীরস্থিরভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের মতো শর্ত মেনে নেয়নি। অন্যদিকে, ভারত পৃথক একটি অন্তর্বর্তী কাঠামোর আওতায় রয়েছে।দ্য ডেইলি স্টার-এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের রপ্তানি ও বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও ১০টি এআরটি স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের চুক্তিটি সবচেয়ে বিস্তৃত এবং অসম বলে মনে হচ্ছে।

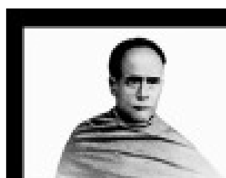

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন ২০২৬
২৬ সেপ্টেম্বর,২০২৬ ■ সকাল ৭টা
বিদ্যাসাগর স্মৃতি প্রাঙ্গণ, ড্রপ গেইট (AMC Ward No. 40), আগরতলা
উদ্যোক্তা : জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়, পশ্চিম ত্রিপুরা
সহযোগিতায় : ৪০নং ওয়ার্ড, আগরতলা পুর নিগম
— প্রধান অতিথি —
শ্রী দীপক মজুমদার
মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম
— বিশেষ অতিথি —
শ্রীমতি মিনা রাণী সরকার
মাননীয়া বিধায়িকা, ত্রিপুরা বিধানসভা।
শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী
মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্য ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি, ত্রিপুরা
শ্রী অভিজিৎ মৌলিক
মাননীয় জোনাল চেয়ারম্যান, সাউথ জোন, আগরতলা পুর নিগম
— সম্মানিত অতিথি —
শ্রী বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য
অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
শ্রী কল্যাণ ভদ্র
জেলা শিক্ষা আধিকারিক, পশ্চিম ত্রিপুরা
শ্রী অসীম ভট্টাচার্য্য
বিশিষ্ট সমাজ সেবক
শ্রী শ্যামল কুমার দেব
বিশিষ্ট সমাজ সেবক
— সভাপতি —
শ্রী বিশ্বজিৎ শীল
মাননীয় সভাধিপতি (ভারপ্রাপ্ত), পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ
অনুষ্ঠানে সকলের সাদর আমন্ত্রণ
ধন্যবাদান্তে
অমৃত দেকার্মা
সহ-অধিকর্তা
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA/D-1042/26

বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত পাঞ্জাবে এসআইআর স্থগিতের দাবি কংগ্রেসের

চণ্ডীগড়, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পাঞ্জাবে আগামী ছয় মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবি জানাল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং এই দাবি জানান।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য যে ভোটার তালিকা ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই বিদ্যমান ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই বিধানসভা নির্বাচন করা উচিত এবং কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া উচিত নয়। তাঁর দাবি, প্রকৃত কোনও ভোটার যাতে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করার জন্য এটিই একমাত্র উপায়।

এক বিবৃতিতে ওয়ারিং বলেন, নতুন ফর্ম ৬-এর জটিলতার কারণে হাজার হাজার প্রকৃত ও যোগ্য প্রথমবারের ভোটার ভোটার হিসেবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে সমস্যায় পড়ছেন। বিশেষ করে, আগের ভোটার তালিকায় তাঁদের বাবা-মা অথবা দাদা-দিদা কিংবা নানা-নানির নামের উল্লেখ সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার শর্তটি পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন বলে তিনি দাবি করেন।

ওয়ারিং বলেন, পাঞ্জাব কংগ্রেস ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে বর্তমান কাঠামোয় এসআইআর প্রক্রিয়া আসলে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার একটি ‘নির্লজ্জ’ প্রচেষ্টা। তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক বিভিন্ন তথ্য ও প্রকাশিত বিষয়গুলি কংগ্রেসের আশঙ্কাকেই আরও জোরালো করেছে।তিনি আরও বলেন, এর ফলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের বিশ্বাসে ধাক্কা লেগেছে। পাঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকা এখনও প্রকাশিত না হলেও, লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে বলে ইঙ্গিত ও আশঙ্কা রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

ওয়ারিং বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে বিপুল সংখ্যক ভোটার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তা ন্যায়বিচার ও নির্বাচনী গণতন্ত্রের পরিপন্থী হবে। তাই বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত এসআইআর স্থগিত রেখে পরে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং কোনও জটিলতা ছাড়াই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করা উচিত বলে তিনি দাবি করেন।

ভারত-আমেরিকার প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের শক্তির প্রতিফলন ‘যুদ্ধ অভ্যাস’: সার্জিও গোর

জয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের শক্তির প্রতিফলন ঘটায় দ্বিপাক্ষিক সামরিক মহড়া ‘যুদ্ধ অভ্যাস’। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে ভারতীয় ও মার্কিন সেনার যৌথ প্রশিক্ষণ প্রত্যক্ষ করে এই মন্তব্য করেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর।

মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে দুই দেশের সেনাদের একসঙ্গে প্রশিক্ষণ নিতে দেখে নিজের এক্স পোস্টে সার্জিও গোর বলেন, এই মহড়া দুই দেশের প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের শক্তি, পারস্পরিক আস্থা, প্রস্তুতি, আন্তঃকার্যক্ষমতা এবং অভিন্ন লক্ষ্যের প্রতিফলন। ভারতীয় সেনা ও মার্কিন সেনা একসঙ্গে যে সক্ষমতা অর্জন করছে, তার জন্য তিনি গর্বিত বলেও জানান।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাজস্থানে পৌঁছে দ্বিপাক্ষিক এই মহড়ায় ভারতীয় ও মার্কিন সেনার সদস্যদের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ নিতে দেখেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহড়ায় দুই দেশের সেনারা সমন্বিত অনুশীলন, সমন্বিত যুদ্ধপ্রক্রিয়া এবং যৌথ অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এর ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া, অপারেশনাল সমন্বয়, আত্মবিশ্বাস এবং বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করার সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

ভারতীয় সেনার অতিরিক্ত জনসংযোগ শাখা জানিয়েছে, ‘যুদ্ধ অভ্যাস ২০২৬’-এ পাহাড়ি ও মরুভূমি অঞ্চলে সমন্বিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভারতীয় ও মার্কিন সেনার আন্তঃকার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোট অস্ত্রের ফায়ারিং, আর্টিলারি আক্রমণ থেকে শুরু করে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবস্থা এবং অ্যাটাক হেলিকপ্টার পরিচালনাবিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ প্রশিক্ষণ চলছে।‘যুদ্ধ অভ্যাস’-এর ২২তম সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৫ সেপ্টেম্বর উত্তরাখণ্ডের আউলিতে অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের আউলি এবং রাজস্থানের মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে এই মহড়া পরিচালিত হচ্ছে। দুই দেশের ৬০০ জন করে মোট ১,২০০ সেনা এতে অংশ নিচ্ছেন।

মহড়ার মূল লক্ষ্য হল পাহাড়ি ও আধা-পাহাড়ি অঞ্চলে ইন্টিগ্রেটেড ব্যাটল গ্রুপ মোতায়েনের জন্য ভারতীয় ও মার্কিন সেনার যৌথ সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এর পাশাপাশি আন্তঃকার্যক্ষমতা বাড়ানো, সেরা অপারেশনাল পদ্ধতি বিনিময় এবং যৌথ পরিকল্পনা ও অভিযান পরিচালনার দক্ষতা শক্তিশালী করাও এই মহড়ার অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহড়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। নজরদারি ও রেকনাইস্যান্সের জন্য ড্রোন এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে আধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থার প্রদর্শনও করা হবে।দুই দেশের সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞরা উদীয়মান প্রযুক্তি এবং মাল্টি-ডোমেন যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়েও মতবিনিময় করবেন। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও অপারেশনাল পরিস্থিতিতে সমন্বিত সামরিক অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা বাড়াতে দুই দেশের সেনাদের কৌশল, প্রযুক্তি ও কার্যপদ্ধতি বিনিময়ের সুযোগ করে দিচ্ছে এই মহড়া। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ‘যুদ্ধ অভ্যাস ২০২৬’ শেষ হওয়ার কথা।

PNIT NO: e-PT-29/W/EE/RDAD/2026-27 Dt. 23/09/2026
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 30/09/2026 for 3 (three) no works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-2022/26
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 24/EE/SNM/PWD/2026-27, Dt :,23/09/2026.
The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites. on behalf of the 'Governor of Tripura' 'item rate offline tender' up to 3.00 PM on 30/09/2026 for hiring of vehicle for the following works:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No.50/EE/SNM/PWD(R&B)/2026-27	3,69,840.00	7,397.00	365 Days

ICA/C-2032/26
(Joydip Nath)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ডিমাসা ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসমে দুই সদস্যের মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠন

গুয়াহাটি, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ডিমাসা ভাষার সংরক্ষণ, প্রসার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখতে অসম সরকার দুই সদস্যের একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী বা গ্রুপ অব মিনিস্টার্স গঠন করেছে। বৃহস্পতিবার সরকারি আধিকারিকরা এ কথা জানিয়েছেন।

২০২৩ সালে অসম সরকার, ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি এবং ডিমাসা পিপলস সুপ্রিম কাউন্সিল-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অব সেটেলমেন্ট-এ দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, ২০২৩ সালের চুক্তির ৫.১ নম্বর ধারার অধীনে ডিমাসা ভাষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিটির জমা দেওয়া রিপোর্ট পরীক্ষা করবে এই মন্ত্রীগোষ্ঠী।

দুই সদস্যের এই প্যানেলে রয়েছেন অসমের শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু এবং হিল এরিয়াস মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। কমিটির রিপোর্টে থাকা সুপারিশগুলি পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিমাসা ভাষার সংরক্ষণ, প্রসার ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

রিপোর্ট পরীক্ষা করার পর মন্ত্রীগোষ্ঠী তাদের সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেবে। এরপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার।

সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের এমওএস-এর ৫.১ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী ‘ডিমাসা ভাষার সুরক্ষা, প্রসার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট’ পরীক্ষা করার জন্যই এই মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

মন্ত্রীগোষ্ঠীর আলোচনা ও রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় সচিবালয়-সংক্রান্ত সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হিল এরিয়াস দপ্তরকে।

২০২৩ সালে ডিএনএলএ এবং ডিপিএসসি-র সঙ্গে সম্পাদিত সমঝোতা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডিমাসা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয় সমাধানের লক্ষ্যে ওই সমঝোতা হয়েছিল।

অসমের পার্বত্য জেলা এবং সংলগ্ন এলাকায় মূলত ডিমাসা সম্প্রদায়ের মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আদিবাসী ও স্থানীয় ভাষার সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয় শক্তিশালী করার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

মন্ত্রীগোষ্ঠী কমিটির সুপারিশগুলি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার পর রাজ্য সরকারের কাছে তাদের মতামত পেশ করবে। এরপর বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার।

বিভিন্ন রাজ্যে নতুন সাংগঠনিক সম্পাদক নিয়োগ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বৃহস্পতিবার বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন), রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) এবং সংগঠক পদে একাধিক নিয়োগ করেছেন। দলীয় কেন্দ্রীয় দফতর থেকে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, নিয়োগগুলি অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে।

শিবপ্রকাশকে মুম্বই কেন্দ্র করে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও গোয়ার জাতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) করা হয়েছে। সৌদান সিংকে ভুবনেশ্বর কেন্দ্র করে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভি. সতীশকে দিল্লি কেন্দ্র করে এসসি-এসটি মোর্চা এবং সংসদীয় দফতরের সংগঠক করা হয়েছে। নাগেন্দ্রকে দিল্লিতেই ‘বরিষ্ঠ কার্যকর্তা সম্পক’ বিভাগের সংগঠকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মুম্বই থেকে কাজ করবেন অজয় জামওয়াল। সতীশ ধোন্ডকে মহারাষ্ট্রের রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের জনজাতি সংযোগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁর কেন্দ্র নাগপুর।

মধুকরকে হায়দরাবাদ কেন্দ্র করে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। দশরথকে ওয়ারাঙ্গল কেন্দ্র করে তেলঙ্গানার রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।

রবীন্দ্র রাজুকে গুয়াহাটি কেন্দ্র করে অসম ও ত্রিপুরার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং দলীয় কার্যালয় নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিহারের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে পাটনা কেন্দ্রের ভিখুভাই দালসানিয়াকে। ঝাড়খণ্ডের জন্য রাঁচি কেন্দ্র করে দায়িত্ব পেয়েছেন পবন সাই।

হিমাচল প্রদেশের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শিমলা থেকে কাজ করবেন সিদ্ধার্থন। গুজরাট এবং দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে আহমেদাবাদ কেন্দ্রের রত্নাকরকে। গুজরাটের রাজ্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রাজকোট থেকে কাজ করবেন অরুণ বিননাদি।

উত্তরাখণ্ডের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে দেরাদুন কেন্দ্রের ফণীন্দ্রনাথ শর্মাকে। দিল্লি ও হরিয়ানার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দিল্লি থেকে দায়িত্ব সামলাবেন পবন রানা।

ছত্তিশগড়ের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে রায়পুর কেন্দ্রের কর্মবীরকে। মধ্যপ্রদেশের দায়িত্ব পেয়েছেন ভোপাল কেন্দ্রের চন্দ্রশেখর। ওড়িশার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ভুবনেশ্বর থেকে কাজ করবেন মানস মোহান্তি।

চণ্ডীগড় কেন্দ্র করে পাঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে মন্ত্রী শ্রীনিবাসুলুকে। উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে লখনউ থেকে দায়িত্ব সামলাবেন ধর্মপাল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কলকাতা থেকে কাজ করবেন অমিতাভ চক্রবর্তী। এছাড়া আগ্রা কেন্দ্র করে ব্রজ ক্ষেত্রে সংগঠকের দায়িত্ব পেয়েছেন অভয় গিরি। পূর্ণিয়া কেন্দ্র করে ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও কোসি ক্ষেত্রের সংগঠক করা হয়েছে অনন্ত নারায়ণ মিশ্রকে।

দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, বিজেপির রাজ্য স্তরের সংগঠনকে পুনর্গঠনের অংশ হিসেবেই এই নিয়োগগুলি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারের এই ঘোষণার পাশাপাশি দলের সাম্প্রতিক সাংগঠনিক পরিবর্তনের মধ্যে রাজ্যগুলির দায়িত্ব বণ্টনও করা হয়েছে।

এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ এবং দলের জাতীয় সদর দফতরের ইনচার্জ তরুণ চুঘ। বিজ্ঞপ্তিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সমস্ত রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

জামশেদপুরে কানাড়া ব্যাঙ্কে দিনদুপুরে ডাকাতি, নগদ ও সোনা লুট পাঁচ সশস্ত্র দুষ্কৃতীর

জামশেদপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে বৃহস্পতিবার দিনদুপুরে কানাড়া ব্যাঙ্কের একটি শাখায় বড়সড় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গোলমুড়ি এলাকার ওই ব্যাঙ্কে পাঁচ সশস্ত্র দুষ্কৃতী ঢুকে কর্মী ও গ্রাহকদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে জিম্মি করে নগদ টাকা এবং গ্রাহকদের ঋণের বিনিময়ে বন্ধক রাখা বিপুল পরিমাণ সোনা লুট করে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে লুট হওয়া সম্পদের মূল্য কয়েক কোটি টাকা বলে জানা গেলেও, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ এখনও চুরি যাওয়া নগদ ও সোনার সঠিক পরিমাণ বা মোট মূল্য আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, মুখোশ পরা পাঁচ দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢোকে। এরপর কর্মী ও গ্রাহকদের বন্দুকের মুখে রেখে গোটা ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তারা। দুষ্কৃতীরা ব্যাঙ্কের কাউন্টার থেকে নগদ টাকা সংগ্রহ করার পাশাপাশি লকারও জোর করে খুলে ফেলে এবং ঋণের বিনিময়ে গ্রাহকদের বন্ধক রাখা সোনা নিয়ে যায়।

ডাকাতির সময় এক ব্যাঙ্ককর্মী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে ওই কর্মী আহত হন।

লুটপাট শেষ করার পর পাঁচ দুষ্কৃতী পায়ে হেঁটে ব্যাঙ্ক থেকে পালিয়ে যায়। দিনের ব্যস্ত সময়ে এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন।

ঘটনার তদন্তে নেমে ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফরেনসিক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরাও ঘটনাস্থল পরীক্ষা করেছেন। দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে ব্যাঙ্ক এবং আশপাশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে তারা কোন পথে পালিয়েছে, তা-ও জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

অভিযুক্তদের ধরতে জামশেদপুরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি ও নাকা-চেকিং শুরু হয়েছে। একাধিক পুলিশ দল গঠন করে সন্দেহভাজনদের সম্ভাব্য আস্তানায় অভিযান চালানো হচ্ছে।এদিকে, লুটের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নগদ টাকা ও সোনার নথিপত্র মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করছে। সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই লুট হওয়া সম্পদের সঠিক মূল্য জানা যাবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বহুপাক্ষিক সংস্কারে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

নিউইয়র্ক, ২৪ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার সংস্কারের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) সিবি জর্জ। একইসঙ্গে ‘রাইট টু ডেভেলপমেন্ট’ বা উন্নয়নের অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি দ্রুত গ্রহণের পক্ষে ভারতের সমর্থনের কথাও জানান তিনি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে ‘ডিক্লারেশন অন দ্য রাইট টু ডেভেলপমেন্ট’-এর ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের জাতীয় বিবৃতি পেশ করার সময় সিবি জর্জ এই মন্তব্য করেন।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ জানান, সিবি জর্জ জাতীয় বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বহুপাক্ষিক সংস্কারের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি ‘কোভেন্যান্ট অন দ্য রাইট টু ডেভেলপমেন্ট’ দ্রুত গ্রহণের পক্ষে ভারতের সমর্থনের কথা তুলে ধরেছেন।

জাতিসংঘের বিবৃতি অনুযায়ী, ‘ডিক্লারেশন অন দ্য রাইট টু ডেভেলপমেন্ট’-এ উন্নয়নের অধিকারকে একটি অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় প্রত্যেক ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ, অবদান রাখা এবং সেই উন্নয়নের সুফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে। এর মাধ্যমে সব ধরনের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয়।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, ঘোষণাটি গ্রহণের পর থেকে টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এগিয়ে নিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ দিশা দেখিয়েছে। গত চার দশকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কয়েকশো মিলিয়ন মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে বের করে আনা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও সেই অগ্রগতি সর্বত্র সমান নয় বলে জাতিসংঘ উল্লেখ করেছে।

জাতিসংঘের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বহু দেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাঠামোগত বাধার মুখোমুখি। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে অর্থায়নের ঘাটতিও অব্যাহত রয়েছে। ঘোষণার ৪০তম বার্ষিকী বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উন্নয়নের অধিকারকে একটি কেন্দ্রীয় কাঠামো হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে।

সোমনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ, পরিদর্শনে মন্ত্রী টিংকু রায়

কৈলাসহর, ২৪ সেপ্টেম্বর: ঊনকোটি জেলার চণ্ডীপুর বিধানসভার শ্রীরামপুরে এ বার দুর্গাপুজোর বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে সোমনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ। শরতের আগমনী বার্তার সঙ্গে ইতিমধ্যেই জোরকদমে চলছে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ। শ্রীরামপুর সংহতি সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা বাজেটে এবারের পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।

উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রায় এক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা কারিগরদের তত্ত্বাবধানে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ চলছে। জায়গা সীমিত হওয়ায় সোমনাথ মন্দিরের সম্পূর্ণ কাঠামো তৈরি করা সম্ভব না হলেও, মণ্ডপের নকশার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও পবিত্র সোমনাথ মন্দিরের মূল ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সকালে পুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মণ্ডপ চত্বরে যান চণ্ডীপুরের বিধায়ক তথা সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। নির্মাণকাজ ঘুরে দেখার পাশাপাশি তিনি উদ্যোক্তা ও কারিগরদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুজোর প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন।

মন্ত্রী টিংকু রায় জানান, গত বছরের মতো এ বারও ষষ্ঠীর দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার হাতেই মণ্ডপ উদ্বোধনের আশা রয়েছে। পুজোর পাঁচ দিন দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে মধ্যাহ্নভোজ ও প্রসাদের ব্যবস্থা। পাশাপাশি থাকছে বিশেষ আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুজো ম্যাগাজিন প্রকাশের আয়োজন।

সব মিলিয়ে এ বার শ্রীরামপুর সংহতি সার্বজনীন দুর্গাপুজো দর্শনার্থীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

১৬ বছর ধরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নে আকাশ ন্যাশনাল ট্যালেন্ট হান্ট এক্সাম

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতনতার মধ্যে ব্যবধান ঘোচাতে গত ১৬ বছর ধরে কাজ করে চলেছে আকাশ ন্যাশনাল ট্যালেন্ট হান্ট এক্সাম। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই পরীক্ষায় ১ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে এটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ ও দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র মূল্যায়ন প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

কর্তৃপক্ষের দাবি, শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট স্কোরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন না করে এই পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা, বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা এবং পরীক্ষার কৌশলবিভিন্ন দিক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করা হয়।

আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেডের এমডি ও সিইও চন্দ্র শেখর গারিষা রেড্ডি বলেন, "আমাদের কাছে এটি কখনও শুধুমাত্র স্কলারশিপ নির্ধারণের পরীক্ষা ছিল না। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের তাদের একাডেমিক সম্ভাবনা বুঝতে সাহায্য করা।"

তিনি আরও জানান, পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে এবং ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক পথ বেছে নিতে সহায়তা করবে।

পরীক্ষার পর প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে একটি বিস্তারিত 'ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট' দেওয়া হবে। এই প্রতিবেদনে কম্পিটিটিভ এক্সাম সাকসেস পোটেনশিয়াল (সিইএসপি), টেস্ট-টেকিং পার্সোনালিটি (টিটিপি) এবং অ্যাটেম্পট ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট (এআইকিউ)-এর মতো বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করা হবে।

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত এই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, শীর্ষস্থানীয় পারফর্মারদের জন্য মোট আড়াই কোটি টাকা পর্যন্ত নগদ পুরস্কারের সুযোগ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রতিষ্ঠার ৪০তম বর্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২ অক্টোবর বর্ণাঢ্য কর্মসূচি

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ চার দশকের গৌরবময় পথচলা পূর্ণ করে আগামী ২ অক্টোবর ২০২৬ সালে ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করতে চলেছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা, গবেষণা, জ্ঞানচর্চা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ যাত্রার এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এবারের প্রতিষ্ঠা দিবসের বিশেষত্ব হল, অনুষ্ঠানকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান উপাচার্যের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে একাধিক জনমুখী ও সমাজমুখী কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ও পুরাতন ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ এবং স্বচ্ছতা অভিযান অনুষ্ঠিত হবে। এতে উপাচার্য, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, আধিকারিক, ডিন, নিবন্ধক, অর্থ আধিকারিক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করবেন। একই দিনে নতুন ক্যাম্পাসে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিরও আয়োজন করা হবে।

২ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন সকালে আগরতলার সিটি সেন্টারের গান্ধীঘাটে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কর্মসূচি রয়েছে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল অনুষ্ঠান। মূল অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সম্মতি দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, শিক্ষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা এবং পুরস্কার প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দোর, ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় চণ্ডীগড়, পাহলে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। মূল অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক ও অশিক্ষক কর্মীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দশকের পথচলা রাজ্যের উচ্চশিক্ষার বিকাশের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ১৯৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদনে ত্রিপুরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর সূর্যমণিনগর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এরপর ১৯৮৭ সালের ২ অক্টোবর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ২০০৭ সালের ২ জুলাই সংসদে গৃহীত ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কেন্দ্র থেকে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার এই যাত্রা ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

চার দশকের এই সময়ে শিক্ষা, গবেষণা, জ্ঞানচর্চা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিষ্ঠার ৪০তম বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বিভিন্ন জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবদানের স্বীকৃতির ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

ফলে এবারের প্রতিষ্ঠা দিবস শুধুমাত্র চার দশকের ইতিহাস স্মরণের অনুষ্ঠান নয়; বরং শিক্ষা, গবেষণা, পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী, সমাজমুখী এবং জ্ঞাননির্ভর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রত্যয়েরও একটি বিশেষ উপলক্ষ হয়ে উঠতে চলেছে।

বিলোনিয়ার শালটিলায় আত্মপ্রকাশ অত্যাধুনিক সিটি ডায়াগনস্টিক ও সিটি মেডিকেল সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হলো নতুন এক সংযোজন। বিলোনিয়ার শালটিলা এলাকায় আত্মপ্রকাশ করল অত্যাধুনিক সিটি ডায়াগনস্টিক ও সিটি মেডিকেল সেন্টার। বৃহস্পতিবার দুপুরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ চন্দ্র নমঃ। জানা গেছে, জয়ন্তী দেবনাথের উদ্যোগে এই সেন্টারটি চালু করা হয়েছে।

নতুন এই সেন্টারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ ও বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি অভিজ্ঞ ল্যাব টেকনিশিয়ানদের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। ফলে উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিলোনিয়া মহকুমার মানুষকে আর দূরের শহর বা অন্যত্র ছুটতে হবে না বলেই আশা উদ্যোক্তাদের।

কম খরচে হাতের কাছেই বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে। বিশেষ করে মহকুমার সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত ও সহজে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. জগদীশ চন্দ্র নমঃ সিটি ডায়াগনস্টিক ও সিটি মেডিকেল সেন্টারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি সহমর্মিতা, ধৈর্যশীলতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করবে। তাঁর বক্তব্য, মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে এই সেন্টার কাজ করলে বিলোনিয়ার স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। নতুন এই উদ্যোগের ফলে বিলোনিয়া ও সংলগ্ন এলাকার মানুষ কতটা উপকৃত হন, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

৭ অক্টোবর থেকে ৩ দিনব্যাপী

● **আটের পাতার পর** দপ্তরের আধিকারিক এবং অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ফের লকআপ থেকে পালালো

● **প্রথম পাতার পর** জানা গেছে, মেলাঘর থানায় আটক অবস্থায় বাথরুমে যাওয়ার কথা জানায় রঞ্জিত। সেই সুযোগে পুলিশের নজর এড়িয়ে সে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় থানায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত তল্লাশি অভিযান শুরু করে। পরবর্তীতে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার মধ্যে তাকে শনাক্ত করে ফের আটক করা সম্ভব হয়। কীভাবে থানার লকআপ থেকে অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার উইকে উত্তর ত্রিপুরার জল সংরক্ষণ উদ্যোগের প্রদর্শন

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার উইক ২০২৬-এ উত্তর ত্রিপুরা জেলার জল সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হয়েছে। টেকসই জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশাসন, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির সম্মিলিত ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে।

বৃহস্পতিবার ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত 'প্র্যাকটিশনার্স' ফোরাম অন বেস্ট প্র্যাকটিসেস' শীর্ষক আলোচনায় বক্তা হিসেবে অংশ নেন উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক তথা জেলা শাসক চন্দনী চন্দ্রন। সেখানে তিনি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বাস্তবায়িত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জল সংরক্ষণ উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

প্রথম উদ্যোগ হিসেবে তিনি 'উত্তর জল সঞ্চয় যাত্রা'-র কথা উল্লেখ করেন। জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে নেওয়া এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা।

এর পাশাপাশি, ভাংমুন এলাকায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণে শতভাগ কভারেজ নিশ্চিত করার উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন জেলাশাসক। সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে তোলার এই উদ্যোগকে একটি জনভিত্তিক কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরা হয়।

তৃতীয় উদ্যোগ হিসেবে তিনি জাম্পুই এবং দামছড়া ব্লকে বাস্তবায়িত 'স্প্রিংশেড ম্যানেজমেন্ট' বা ঝরনার জলাধার সংরক্ষণ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। সিএমএল এবং টাটা ট্রাস্টসের নেতৃত্বে বাস্তবায়িত এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য পাহাড়ি এলাকায় ঝরনাভিত্তিক জলসম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

আলোচনায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার জল সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতাকে একত্রিত করে দীর্ঘমেয়াদি জল সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নিশ্চিত করতে সরকার, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে ধারাবাহিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার উইকের মঞ্চে উত্তর ত্রিপুরার এই উদ্যোগগুলির উপস্থাপন জেলার জল সংরক্ষণে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা

● **প্রথম পাতার পর** *উত্তর ত্রিপুরা জেলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে এবং এরিয়া ডমিনেশন ও টহল অভিযান চালাচ্ছে। গণনা পর্ব পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।*

প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকরা জানান, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে গোটা পরিস্থিতির ওপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে।

জিএপি তহবিল বন্ধে

● **প্রথম পাতার পর** লিখেছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করে রাজ্যের আর্থিক সমস্যাগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন এবং একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন।

এরপর জিএপি তহবিল বন্ধের কারণে তৈরি হওয়া আর্থিক চাপ মোকাবিলায় উন্নয়নমূলক কাজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য রাজ্যগুলিকে অনুদান দেওয়ার একটি প্রকল্প চালু করা হয় বলে জানান অর্থমন্ত্রী। ওই প্রকল্পের আওতায় ত্রিপুরার জন্য ৩,৪৫০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

তবে এই ৩,৪৫০ কোটি টাকাকে বছরে ৪,০০০ কোটি টাকার জিএপি সহায়তার সম্পূর্ণ বিকল্প হিসেবে দেখলে চলবে না বলেও স্পষ্ট করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, অনুমোদিত অর্থের একটি অংশ রাজ্যের চলমান প্রকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের যে নিজস্ব অংশের অর্থ দিতে হয়, তার কিছুটা এই অর্থ থেকে মেটানো সম্ভব হলে রাজ্যের নিজস্ব বাজেটের ওপর চাপ কমবে।

অর্থমন্ত্রী জানান, এভাবে রাজ্যের নিজস্ব অর্থের কিছুটা সাশ্রয় হলে ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রেও আর্থিক চাপ কমানো সম্ভব হবে। সেই অর্থ অন্য খাতে ব্যবহার করা যাবে।

৩,৪৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ থেকে এই ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে বলেও একটি সম্ভাব্য হিসাব তুলে ধরেন প্রণজিৎ সিংহ রায়। তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এটি কোনও চূড়ান্ত হিসাব নয়। প্রকৃত আর্থিক সাশ্রয়ের পরিমাণ এর চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে।

ভিলেজ ভোটে

● **প্রথম পাতার পর** সেখানে রাজ্য সরকার সেই পদগুলি পূরণের উদ্যোগ নিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক। চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেও মানুষের কাছে ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার কাজ করছে। নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামো ও জনবল বৃদ্ধির বিষয়েও সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে, ধর্মনগরে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় কার্যালয়ে সংঘর্ষ এবং পরবর্তীতে এক দলীয় নেতার বাড়িতে হামলার অভিযোগের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই কাম্য নয়।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানান, দলের মধ্যে এমন ঘটনা কোনো অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। এ বিষয়ে দল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান তিনি। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংগঠনের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য থাকলেও তা কোনওভাবেই সংঘর্ষ বা অশান্তির পর্যায়ে যাওয়া উচিত নয়।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে যখন পাহাড়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার জোরদার হয়েছে, সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে নির্বাচনে এনডিএ জোটের জয় নিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাসের কথা উঠে এসেছে, অন্যদিকে দলের নির্দেশ না পাওয়ায় নিজেকে প্রচার থেকে দূরে রাখার বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন তিনি। পাশাপাশি ধর্মনগরের গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিয়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়টিও সামনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ধর্মনগরে বর্ণালী

● **প্রথম পাতার পর** অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে এবিভিপি আগে প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিল বলে সংগঠনের দাবি। বৃহস্পতিবারের বিক্ষোভে একই দাবি পুনরায় তুলে ধরা হয়।

পরে ধর্মনগর থানার ওসি মীনা দেববর্মা আন্দোলনকারীদের আশ্বাস দেন, আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পুলিশের আশ্বাসের পর বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন এবিভিপি কার্যকর্তারা।

এবিভিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন।

ধর্মনগরে বিজেপির কোন্দল তুঙ্গে

● **আটের পাতার পর** নাএসব বিষয় এখনও তদন্তসাপেক্ষ।

একই দিনে দুপুর ও রাতে পরপর দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা

● **আটের পাতার পর** পৃথক নিরাপদ জায়গা নির্দিষ্ট করে সেখানে শিশুদের খেলাধুলা ও সময় কাটানোর উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কর্মস্থলে শিশুদের দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে বলে জানানো হয়।

এছাড়াও শ্রমিক নিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী সমস্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম যথাযথভাবে পালন করার জন্য ইটভাটা মালিক ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

শ্রম দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে ইটভাটা মালিক বা উদ্যোক্তাদের কোনও ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট জেলার শ্রম দফতরের আধিকারিক ও পরিদর্শকরা প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। শ্রমিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইটভাটা শিল্পের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে বলে বৈঠকে আশ্বাস দেওয়া হয়।

শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের ৯৫তম

● **আটের পাতার পর** তাই তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা।

অনুষ্ঠান থেকে সমাজে অন্যায়, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দারের আত্মত্যাগ ও আদর্শকে ধারণ করে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপস্থিতরা। এদিনের কর্মসূচিতে সংগঠনগুলির নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থকসহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

দেশজুড়ে আন্দোলনের

● **প্রথম পাতার পর** এম কে স্ট্যালিনের কেন্দ্রে এক লক্ষ এবং দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কেন্দ্রে ৪০ হাজার ভোট বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। এই দাবিগুলির পক্ষে কোনও প্রমাণ তিনি সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করেছেন কি না, তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রধান উদ্ধব ঠাকরের দল ভেঙে যাওয়া এবং নির্বাচনী প্রতীক সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দিপকে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করেছে।

তবে এগুলি সিজেপি নেতাদের অভিযোগ ও রাজনৈতিক বক্তব্য; প্রতিবেদনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগের কোনও প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি।

সিজেপি-র সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাসও দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, বর্তমান ব্যবস্থায় দেশের পরিস্থিতি 'তামাশায়' পরিণত হয়েছে এবং ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভোটাধিকার নাগরিকদের কাছে পরিবর্তন আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে সাধারণ মানুষ কীভাবে পরিবর্তন আনবে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

পুলিশি আচরণের নিন্দা দলনেতার

● **প্রথম পাতার পর** চাকরিপ্রার্থীরা আরও অভিযোগ করেন, নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করলেও এখনও তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ মেলেনি। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ না হওয়ায় আর্থিক ও মানসিক সমস্যার মধ্যে রয়েছেন বলেও দাবি করেন আন্দোলনকারীরা।

এদিন নিজেদের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাকরিপ্রার্থীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে একসময় পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় বলে অভিযোগ। এরপর বিক্ষোভরত টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের আগরতলার এডি নগর পুলিশ লাইন মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায়।

ঘটনার পর চাকরিপ্রার্থীরা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসার পরও তাঁদের দাবি পূরণ করা হয়নি। দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সকল যোগ্য প্রার্থীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তাঁরা।

পাশাপাশি, অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। প্রয়োজনে গণঅবস্থান থেকে শুরু করে অনশন কর্মসূচিতেও যাওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে, টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ এবং জলকামান ব্যবহারের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানালেন বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে দ্রুত টেটসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের দাবি জানান তিনি।

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, ২০২৪ সালে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে না। তাঁর দাবি, রাজ্যে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক পদে শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ না করায় একদিকে বেকার যুবক-যুবতীরা সমস্যায় পড়ছেন, অন্যদিকে শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষাব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তিনি বলেন, টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা বারবার সরকারের কাছে তাঁদের দাবি জানিয়ে আসছেন। এদিনও তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পুলিশ যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা।

তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে জলকামান ব্যবহার করা হয়। এরপর কয়েকজন আন্দোলনকারীকে পুলিশ আটক করে। এক আন্দোলনকারীর সঙ্গে পুলিশের আচরণের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ওই যুবক নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ না করার অনুরোধ করলেও এক পুলিশ আধিকারিক তাঁর ঘাড় ধরে গলা চেপে ধরে বাসে তুলে নিয়ে যান বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে 'নিষ্ঠুর ও অন্যায়' বলে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, একদিকে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরির অপেক্ষায় রয়েছেন, অন্যদিকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার প্রভাব সরাসরি শিক্ষার্থীদের উপর পড়ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, টেটের পাশাপাশি টিপিএসসি-সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিষয়েও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রয়োজন। যোগ্য প্রার্থীদের দীর্ঘদিন অপেক্ষায় না রেখে তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি জানান তিনি।

একই সঙ্গে এদিনের ঘটনায় সরকারের ভূমিকারও সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা।

তাঁর অভিযোগ, বেকার যুবকদের দাবির প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল নয়। শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবি জানাতে আসা চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনার পরিবর্তে পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

এদিনের পুলিশি আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি টেটসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তিনি।

াঙ্গন

ভলিবল টুর্নামেন্ট : ধর্মনগর, গুয়াহাটি বিএসএফ ও অয়ন ফার্নিচার জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি: রাজ্যভিত্তিক ভলিবল টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে সেমিফাইনালের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান শক্ত করল চার ভিন্ন দল। টুর্নামেন্টের প্রথম খেলায় ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনকে সরাসরি সেটে হারিয়ে সহজ জয় তুলে নেয় ধর্মনগর আদর্শ সংঘ। খেলার শুরু থেকেই ধর্মনগর আগ্রাসী কৌশল বজায় রেখে প্রথম সেটটি ২৫-১৬ ব্যবধানে জিতে নেয়। দ্বিতীয় সেটে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কিছুটা লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করলেও ধর্মনগরের সুপরিকল্পিত আক্রমণের সামনে তাদের ২৫-২২ ব্যবধানে পরাস্ত হতে হয়। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় অরুণাচল প্রদেশ এবং গুয়াহাটি শক্তি। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে প্রথম থেকেই দুই দলের মধ্যে সমানে সমানে টক্কর চলে। তবে শেষ মুহূর্তে ঠান্ডা মাথার পারফরম্যান্স বজায় রেখে গুয়াহাটি শক্তি ২৫-২১ ও ২৫-২৩ পয়েন্টে উভয় সেট জিতে ম্যাচটি নিজের দখলে নেয়।দিনের তৃতীয় খেলায় বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার এবং সাব্রুম রাইজিং স্টার-এর মধ্যে এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যায়। প্রথম সেটে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার ২৫-১৮ পয়েন্টে জয় পেলেও, দ্বিতীয় সেটে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে সাব্রুম রাইজিং স্টার ২৫-২৩ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় এবং ম্যাচটিকে সমতায় ফেরায়। ফলে ম্যাচের ভাগ্য গড়ায় তৃতীয় ও নির্ণায়ক সেটে। শেষ সেটে দুর্দান্ত কামব্যাক করে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার সাব্রুমকে ১৫-৮ পয়েন্টে পরাজিত করে মূল্যবান জয় সুনিশ্চিত করে। দিনের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ ম্যাচে অয়ন ফার্নিচার এবং কসমোপলিটন ক্লাবের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুই দলের খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত সার্ভ ও স্পাইকের সৌজন্যে ম্যাচটি যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে ওঠে। প্রথম সেটে অয়ন ফার্নিচার ২৫-২১ পয়েন্টে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় সেটেও নিজেদের জয়ের ধারা ধরে রেখে ২৫-১৮ পয়েন্টের ব্যবধানে কসমোপলিটন ক্লাবকে পরাজিত করে মাঠ ছাড়ে অয়ন ফার্নিচার। এর আগে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

ক্রিকেট দলবদলের তৃতীয় দিনে অংশ নিলেন ১৭ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ঘরোয়া ক্রিকেটের দল বদলের তৃতীয় দিনের অংশ নিলেন ১৭ জন ক্রিকেটার। এর মধ্যে তিনজন ক্রিকেটার টোকেন তুললেও দলবদলের অংশ নেননি। তিনদিনের মোট ৬০ জন ক্রিকেটার টি সি এ মুখী হয়েছিলেন। এর মধ্যে ৫ জন ক্রিকেটার টোকেন জমা দেননি। তৃতীয় দিনে অনেকটা লাভবান হয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। বৃহস্পতিবার স্ফুলিঙ্গ তুলে নেয় শতদল সংঘের চিরঞ্জিত পাল এবং কসমোপলিটন ক্লাবের রিয়াজ উদ্দিনকে। জে সি সি তুলে নেন স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের সপ্তজিৎ দাসকে। ৬ জন ক্রিকেটারকে তুলে নিয়ে দল অনেকটা গুছিয়ে নিল ও পি সি।ও পি সি তে সই করেছেন মৌচাক ক্লাবের শাহীন জামান চৌধুরী, পোলস্টার ক্লাবের আকাশ সরকার, বি সি র অরীশ মজুমদার, ইউ বি এস টির শঙ্খনীল সেনগুপ্ত, পোলস্টার ক্লাবের সন্দীপ মিত্তাল এবং আদিত্য যাদবকে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসে সই করেছেন কসমোপলিটন ক্লাবের দেবজ্যোতি পাল।

পুরুষদের ব্যাডমিন্টনে চিনের বিরুদ্ধে হার, ব্রোঞ্জ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল সাত্ত্বিক-চিরাগদের

আইচি-নাগোয়া: এশিয়ান গেমসের পুরুষদের ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতীয় পুরুষ বাডমিন্টন দলকে। সেমিফাইনালে চিনের বিরুদ্ধে তারা ১-৩ ব্যবধানে হেরে যায়। ভারতের হয়ে প্রথম গেমে লক্ষ্য সেন হেরে যান। তিনি গেম হারে ১৬-২১, ১৮-২১ ব্যবধানে। এরপর সাত্ত্বিকসাইরাজ ও চিরাগ শেট্টি খেলায় ফিরিয়ে আনেন ভারতকে। ২১-১১, ২২-২০ ব্যবধানে টাই জিতে নেন তারা। এরপর ভারতের হয়ে আয়ুষ শেট্টি চিনের লি শিফেংয়ের বিরুদ্ধে ১৯-২১, ১৩-২১ ব্যবধানে হেরে যান। অন্যদিকে চতুর্থ ম্যাচে হরিহরণ অমকরুনন ও এমআর অর্জুন চিনের হি জি টিং ও লিউ ই-র বিরুদ্ধে লড়াই করে ১৬-২১, ২১-১৭, ৯-২১ ব্যবধানে হারেন। ফলে ব্রোঞ্জ জিতেই থামতে হয় ভারতীয় পুরুষ ব্যাডমিন্টন দলকে। এশিয়ান গেমসের মঞ্চে আগের বার ফাইনালে উঠেছিল ভারতের পুরুষ ব্যাডমিন্টন দল। কিন্তু এবার সেই স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল তাদের। চিনের বিরুদ্ধে এই মাচ জিতলে সোনা বা রুপো ঝুলিতে থাকত। কিন্তু তা হল না। সেমিফাইনালে হারলেও প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী ভারতের জন্য ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হয়েছে।এশিয়ান গেমসে হকিতে পুরুষ ও মহিলা দলের জয় এসেছে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৬-১ ব্যবধানে পুরুষদের হকিতে জয় পেয়েছিল ভারত। অনদিকে, ভারতীয় মহিলা হকি দল ২০-১ ব্যবধানে তাইল্যান্ডকে হারাল। ইতিহাস গড়ে মাচে একাই ৯ গোল করলেন দীপিকা কুমারি।

আবারও ড্র মায়ামির

বক্সের সামান্য বাইরে থেকে বাঁ পায়ে কোনাকুনি শট নেওয়ার জায়গা আছে আর লিওনেল মেসি তা কাজে লাগাতে পারবেন না, এমনটা সচরাচর হয় না। আজও যেমন দেখা গেল। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) সান ডিয়েগোর বিপক্ষে নিজের পছন্দসই জায়গায় ফ্রি—কিক পেয়ে গোল করতে ভুল হয়নি আর্জেন্টাইন তারকার।

তবে মেসির দুর্দান্ত ফ্রি-কিক গোলের দিনে জিততে পারেনি ইন্টার মায়ামি। সান ডিয়েগো এফসির বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ড্র করেছে মায়ামি। এ নিয়ে লিগে টানা চার ম্যাচ ড্র করল মেসির দল। ৪ গোলের ম্যাচটিতে ১২ মিনিটে এগিয়ে যায় সান ডিয়েগো। গোল করেন ডেনিশ ফরোয়ার্ড অ্যান্ডার্স ড্রেয়ার। ঠিক ১২ মিনিট পরই মায়ামি সমতায় ফেরে মেসির গোলে।

প্রেস ক্লাব আয়োজিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ও স্পোর্টস সাব-কমিটির ব্যবস্থাপনায় ফের জমে উঠেছে ইনডোর গেমস টুর্নামেন্ট। সাব-কমিটির কনভেনার অভিষেক দে জানিয়েছেন, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) দুপুর ২:০০ টা থেকে এনএসআরসিসি-র ব্যাডমিন্টন হলে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে ব্যাডমিন্টন একক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতা ঘিরে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বহু সাংবাদিক খেলোয়াড় নাম নথিভুক্ত করে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছেন। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান, প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক সহ পরিচালন কমিটির কর্মকর্তা ও সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ আহ্বান জানানো হয়েছে।পূর্বে আয়োজিত লুডো, দাবা এবং ফুটবল টুর্নামেন্টের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এই ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এখন উৎসবমুখর মেজাজ বিরাজ করছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ক্রীড়া সাব-কমিটির বৈঠকে আগামী দিনের ক্রীড়া সূচিও চূড়ান্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আগামী জানুয়ারি মাসে ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বহুল প্রতীক্ষিত "আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট"। সংবাদকর্মীদের পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে এই ধরণের নিয়মিত ক্রীড়া আয়োজন সুস্থ বিনোদন ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

উদয়পুরে ক্রিকেট : লো স্কোরিং ম্যাচে জয়ী জামজুরি স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেলো জামজুরি স্কুল। লো স্কোরিং ম্যাচে পরাজিত করলো উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আন্ত স্কুল ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার জমজুড়ি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে জামজুরি স্কুল জয়লাভ করে ৫২ রানে। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে জামজুরি স্কুল ৮৭ রান করে। দলের পক্ষে সুবীর বৈদ্য ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, প্রসেনজিৎ চন্দ্র দে ৩০ বল খেলে ১৬ এবং কৃষাণ দাস ৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পক্ষে আফতাব চৌধুরী ৫ রানে ৩ টি, রিহান আক্তার ১১ রানে, সুরজিৎ দেবনাথ ২১ রানে এবং শাহীন হোসেন ২৩ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাত্র ৩৫ রানে গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে শাহিন হোসেন ৪৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং শ্রীমন দেবনাথ ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অংকের রানে পা রাখতে পারেনি।জামজুরি স্কুলের পক্ষে প্রসেনজিৎ চন্দ্র দে ১৪ রানে ৩ টি এবং প্রানজিত দেব ২ রানে ২ টি উইকেট দখল করে।

এ ডিভিশন ফুটবল: সুপার ফোরের লক্ষ্যে "ডু অর ডাই" ম্যাচ ফরওয়ার্ডের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। "ডু অর ডাই" ম্যাচ আজ। ফরোয়ার্ড ক্লাবের। সুপার ফোরে যেতে হলে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই নারায়ন দেবনাথের দলের সামনে। ওই অবস্থায় আজ আসরের শীর্ষস্থানে থাকা এগিয়ে চলো সংঘের মুখোমুখি হবে ফরোয়ার্ড ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোন জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগ ফুটবলে। আপাতত ১১ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে এগিয়ে চলো সংঘ। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে কল্যাণ সমিতি এবং ব্লাড মাউথ ক্লাব। ১২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ও টাউন ক্লাব। ওই অবস্থায় গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে জয় পেলেই শেষ চারে যেতে পারবে ফরোয়ার্ড ক্লাব। অপরদিকে গ্রুপের শীর্ষে থাকা এগিয়ে চলো সংঘের লক্ষ্য অপরাজিত থেকে সুপার ফোরে যাওয়া। পাশাপাশি গেলবারের পরাজয়ের বদলা নেওয়া। প্রসঙ্গত গেল বছর শিল্ড এবং লীগে ফরোয়ার্ড ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়েছিল এগিয়ে চলো সংঘ। বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুশীলন শেষে দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা জানান দলের ম্যানেজার অশ্বিনী ধানুক। আজ এগিয়ে চলের হয়ে প্রথমবার মাঠে নামবে সিকিম থেকে আসা সুরজ রাউত। মাঝমাঠের ওই ফুটবলার টি যোগ দেওয়া য় দলের শক্তি কয়েকগুণ বাড়লো বলা চলে। এছাড়া সুপার ফোরে আরো দুজন ফুটবলারকে আনতে চলেছে এগিয়ে চলো সংঘ। মূলত গেল বছরের ট্রফি হাতছাড়া দুঃখ ভুলতে চাইছেন দলীয়কর্তারা। এদিকে ফরওয়ার্ড জয় নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী এগিয়ে চলো শিবির। তবে সতর্ক ও। তাই সেরা একাদশ মাঠে নামাতে চাইছেন দলের কোচ সুজিত হালদার। অপরদিকে ফরোয়ার্ড কোচ নারায়ণ দেবনাথ স্পষ্টভাবেই বলেন, জয় ছাড়া আমাদের সামনে বিকল্প কোন পথ নেই। তা মাথায় রেখেই মাঠে নামবে ছেলেরা। আশা করি হতাশ করবে না। এগিয়ে চলো সংঘ জয় করেই শেষ চারে পা রাখতে চাইছি আমরা। আজ সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটে অনুষ্ঠিত হবে গুরুত্বপূর্ণ ওই ম্যাচটি। ফুটবল প্রেমীরা বিশ্বাস করেন একটি উপভোগ্য ম্যাচ দেখার সুযোগ হবে আজ।

১০ দিন পরেই শেষ আগরকরের মেয়াদ, নতুন নির্বাচক প্রধান নিয়ে সিদ্ধান্ত কবে, জানাল তা-ও

ভারতের প্রধান নির্বাচক পদে যে অজিত আগরকর আর থাকছেন না, তা নিশ্চিত। কিন্তু তাঁর পরে কে সেই পদে বসবেন? ইতিমধ্যেই কয়েকটি নাম নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তার মাঝেই মুখ খুলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কবে নতুন প্রধান নির্বাচকের নাম বাছা হবে, তা জানিয়েছেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকীয়া।

৪ অক্টোবর আগরকরের তিন বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তিনি আগেই বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন, চুক্তি আর বাড়াতে চান না। এই প্রসঙ্গে শইকীয়া বলেন, "আগরকরের চুক্তি ৪ অক্টোবর শেষ হচ্ছে। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সময় রয়েছে।"

আগরকরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই নতুন প্রধান নির্বাচকের বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন শইকীয়া। তিনি বলেন, "৪ অক্টোবরের পরেই প্রধান নির্বাচকের ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। বিসিসিআই কোনও সিদ্ধান্ত নিলে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে।"

২০২৩-এর জুলাইয়ে প্রধান নির্বাচক হন আগরকর। দায়িত্বকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। হার্দিক পাণ্ড্যকে সরিয়ে সূর্যকুমার যাদবকে টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক করার নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা ছিল। একই ভাবে এক দিনের ক্রিকেটে রোহিত শর্মাকে সরিয়ে শুভমন গিলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা ছিল। তেমনই এ বছর শ্রেয়স আয়ারকে টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁর ইচ্ছাতেই।

তবে বিতর্কও রয়েছে। সম্প্রতি ভারতের দল পরিচালন সমিতির সঙ্গে নির্বাচক কমিটির খটাখটি লেগেছে। বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে ক্রিকেটারদের চোট নিয়ন্ত্রণ নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। রোহিতের অবসর নিয়ে প্রধান নির্বাচকের কথারই উল্টো সুর গেয়েছেন বোর্ড সচিব। ফলে আগরকর যে পদে থাকবেন না এটা আগেই বোঝা গিয়েছিল। আগরকর সরে যাওয়ার পর প্রধান নির্বাচকের পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তার পর বাছাই করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। নতুন পদের দৌড়ে রয়েছেন পার্থিব পটেল, রুদ্রপ্রতাপ সিংহের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ খেলতে ভারতে চলে এলেন বিরাট কোহলি। বুধবার লন্ডন থেকে তিরুঅনন্তপুরমে পৌঁছেছেন কোহলি। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে বেশ কিছু ক্রিকেটপ্রমী ভিড় করেছিলেন। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম এক দিনের ম্যাচ ২৭ সেপ্টেম্বর। তিরুঅনন্তপুরমে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে শুভমন গিলদের প্রস্তুতি। তার আগের দিনই কেরলমের শহরে পৌঁছে গেলেন কোহলি। খেলা বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন না থাকলে কোহলি এখন সাধারণত পরিবার নিয়ে লন্ডনের বাড়িতে থাকেন। সেখান থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলতে এসেছেন। বিমানবন্দরে তাঁকে কেরলমের ঐতিহ্য অনুযায়ী স্বাগত জানানো হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ থেকেই আগামী এক দিনের বিশ্বকাপের পরিকল্পনা শুরু করে দেবে ভারতীয় শিবির। তাই এই সিরিজকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে ভারত। কোহলিও সেই মতো প্রস্তুতি শিবিরের প্রথম দিন থেকেই সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করবেন।

গত ১৯ জুলাই লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ এক দিনের ম্যাচ খেলেছিলেন কোহলি এবং রোহিত শর্মা। তার পর থেকে দু'জনেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে দুই সিনিয়র ব্যাটারের দিকে বাড়তি নজর থাকবে কোচ গম্ভীরের। নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদেরও।

উত্তরণ লক্ষ্মীরতনের, ইরানি কাপে ঋষভ পন্থের অবশিষ্ট ভারত দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পাচ্ছেন বাংলার কোচ

চলতি বছর ইরানি কাপে বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন লক্ষ্মীরতন শুক্ল। বাংলার ক্রিকেট দলের কোচ ইরানিতে অবশিষ্ট ভারত দলের দায়িত্ব পেতে পারেন। অর্থাৎ, ঋষভ পন্থদের দলের কোচ হতে চলেছেন তিনি। রঞ্জিতে লক্ষ্মীর কোচিংয়ে ভাল পারফর্ম করেছে বাংলা। সেই কারণেই হয়তো তাঁর উত্তরণ ঘটল ইরানি কাপে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এখনও এই বিষয়ে কিছু ঘোষণা করেনি। তবে সূত্রের খবর, লক্ষ্মীর কোচ হওয়া পাকা। অপেক্ষা শুধু ঘোষণার। খুব তাড়াতাড়ি সেই ঘোষণা করে দিতে পারে বিসিসিআই।

তবে ইরানিতে অবশিষ্ট ভারতের দলে কোনও প্রধান কোচ থাকবে না। লক্ষ্মীকে করা হবে ব্যাটিং কোচ। ওড়িশা ও ভারতের প্রাক্তন পেসার দেবাশিস মোহান্তি হতে পারেন বোলিং কোচ। তাঁরাই দলকে সামলাবেন।

এ বারের ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। সহ-অধিনায়ক সরফরাজ খান। বাংলার সুদীপ ঘরামি, আকাশদীপ ও মুকেশ কুমার দলে রয়েছেন। তবে আকাশদীপকে চিকিৎসকেরা ছাড়পত্র দিলে তবেই তিনি খেলতে পারবেন।ইরানি কাপে আগের মরসুমের রঞ্জিজয়ী দলের বিরুদ্ধে অবশিষ্ট ভারত দলের খেলা হয়। সেই হিসাবে এ বার অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে জম্মু-কাশ্মীর। ১ থেকে ৫ অক্টোবর শ্রীনগরের শের-এ-কাশ্মীর স্টেডিয়ামে হবে খেলা। সেই ম্যাচেই বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন লক্ষ্মী।ঋষভ পন্থ (অধিনায়ক), সনৎ সাঙ্গোয়ান, শিখর মোহন, সুদীপ ঘরামি, সরফরাজ খান (সহ-অধিনায়ক), স্মরণ রবিচন্দ্রন, মানব সুতার, সারাংশ জৈন, আকাশদীপ, মুকেশ কুমার, মুকেশ চৌধরী, আরিয়ান জুয়াল, আরিয়ান পান্ডে, অনুকূল রায়, আয়ুষ দোসেজা।

ভারতের টেস্ট ও এক দিনের দলের অধিনায়ক শুভমন গিলকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন গৌতম গম্ভীর। দলের প্রধান কোচের মতে, দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার থাকায় শুভমনের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছিল।

'জিয়োস্টার'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেন, "আমি বলব, এক দিনের ক্রিকেটে শুভমন খুব ভাগ্যবান। কারণ, ও অধিনায়ক হওয়ার পর বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার মতো দু'জনকে পাশে পেয়েছে। ওরা থাকায় শুভমনের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছে।"

টেস্টে কোহলি ও রোহিত অবসর নেওয়ার পর অধিনায়ক করা হয়েছিল শুভমনকে। কিন্তু এক দিনের ক্রিকেটে রোহিত, কোহলি রয়েছেন। তাঁরা থাকতে থাকতেই অধিনায়ক হয়েছেন শুভমন। তার পরে মাঠে অনেক সময় দেখা গিয়েছে, রোহিত ও কোহলি শুভমনকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করছেন।

অধিনায়ক হিসাবে ১২টি এক দিনের ম্যাচের মধ্যে ছ'টি জিতেছেন শুভমন। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে তাঁকে। তবে এই কঠিন সময় কেটে যাবে বলে মনে করেন গম্ভীর। তাঁর মতে, শুভমনকে বেশ কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। গম্ভীর বলেন, "ভারতীয় দল থেকে কাউকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন। বিশেষ করে তরুণ অধিনায়ক হলে কাজটা আরও কঠিন হয়ে যায়। শুভমন ভাল করছে। এখন সময়টা একটু কঠিন। কিন্তু আমি জানি, এই সময় কেটে যাবে। শুভমন দলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।"

সামনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ রয়েছে ভারতের। আগামী বছর এক দিনের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন গম্ভীর। রোহিত ও কোহলি হয়তো আগামী বছরের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলবেন। তার আগে যে কয়েকটি ম্যাচ ভারত পাবে, তা জিততে চাইবে। সেই লক্ষ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শুরু করতে চাইবেন শুভমন। তার আগে কোচকে পাশে পেলেন তিনি।২০২২ সাল থেকে ভারতের কাছে একের পর এক ম্যাচে হারছে পাকিস্তান। গত চার বছরে টি-টোয়েন্টিতে ছ'বার দেখা হয়েছে দুই দেশের। ছ'বারই হেরেছে পাকিস্তান। এশিয়ান গেমসেও মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান। সেই ম্যাচে ভারতকে চাপে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধান কোচ মাইক হেসন।

এশিয়ান গেমসে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে ভারত, পাকিস্তান। দু'দলের দেখা হতে পারে ফাইনালে অথবা ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে। জাপানে যাওয়ার আগে হেসন বলেন, "আমরা সেরা প্রস্তুতি নিয়েই জাপান যাচ্ছি। যাতে খেলার সুযোগ পেলে ভারতকে চাপে ফেলতে পারি। এশিয়া কাপের ফাইনালে যেমন আমরা ভারতকে চাপে ফেলতে পেরেছিলাম। এ বারও সুযোগ পেলে সেটা করব।" তবে তার জন্য আগে ফাইনালে উঠতে হবে। সেটা হেসন জানেন। তাই তিনি বলেন, "তবে ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার আগে দু'দলকে অনেক ক্রিকেট খেলতে হবে। আগের ম্যাচগুলো জিততে হবে। এখনই বেশি এগিয়ে ভাবতে চাইছি না।"ভারতকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি গৌতম গম্ভীরের দলের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে পাক কোচের গলায়।

সুযোগ পান সতীর্থকে 'বঞ্চিত' করে! এশিয়ান গেমসে ইতিহাস সেই মণিপুরী কন্যার

নওরেম রোশিবিনা দেবী। চলতি এশিয়ান গেমসে তাঁর সুযোগই পাওয়ার কথা ছিল না। ট্রায়ালে হেরে গিয়েছিলেন নিজের চেয়ে অনেক জুনিয়র সতীর্থের কাছে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে সুযোগ পান। তাঁর সুযোগ পাওয়া নিয়ে দেশের ক্রীড়ামহল উত্তাল হয়ে যায়। সেসব বিতর্ক পিছনে ফেলে ফের এশিয়ান গেমসের পোডিয়ামে মণিপুরী কন্যা।বুধবার উশুর মহিলাদের ৬০ কেজি সান্দা সেমিফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার তানিয়া কুসুমানিংত্যাসকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন রোশিবিনা। সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত হয়ে যায় রুপো। বৃহস্পতিবার সোনার লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল চিনের ঝাং জিয়াওইউ। খাতায় কলমে রোশিবিনার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন চিনা প্রতিপক্ষ। ম্যাচেও সেটা বোঝা গেল। চিনা প্রতিপক্ষের কাছে একপেশেভাবেই হারলেন ভারতের অ্যাথলিট। ফলে সোনা হাতছাড়া হল। রুপো পেলেও রোশিবিনা নাম লিখিয়ে ফেলেছেন ইতিহাসের খাতায়। একমাত্র ভারতীয় উশু খেলোয়াড় হিসাবে এশিয়ান গেমসে ৩ পদক জিতলেন তিনি।সেই ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে প্রথমবার পদক পান মণিপুরের ওই অ্যাথলিট। সেবার ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন তিনি। চার বছর পর হ্যাংঝাউ এশিয়ান গেমসে তিনি ফাইনালে ওঠেন। সেবারও ফাইনালে হারেন। পান রুপো। এখনও পর্যন্ত এশিয়াডে উশুতে ভারত সোনা জেতেনি। এবার রোশিবিনার হাত ধরে সেই অধরা মাধুরী ছোঁয়ার আশায় ছিলেন ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা। এবারও সেটা হল না। ফাইনালে হারলেও এই নিয়ে এশিয়াডে তৃতীয় পদক জিতলেন রোশিবিনা। আর কোনও ভারতীয় উশুতে ৩টি পদক জেতেননি।অথচ এই রোশিবিনার এবারের এশিয়াডে খেলার কথাই ছিল না। জুনে শ্রীনগরে ট্রায়ালে হেরে গিয়েছিলেন সতীর্থ দিব্যাংশী চৌধুরীর কাছে। দিব্যাংশীই মূল দলে জায়গা পান। পরে উশু অ্যাসোসিয়েশন জানায়, এমআরআইতে দিব্যাংশীর হাঁটুতে হাই-গ্রেড টিয়ার ধরা পড়েছে। তাঁর পক্ষে এশিয়াডে খেলা সম্ভব হবে না। শেষ মুহূর্তে ফের ডাক পড়ে রোশিবিনার। এদিকে দিব্যাংশী সোশাল মিডিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটনা। এক ভিডিও বার্তায় তিনি দাবি করেন, কোনও চোট না থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকী আত্মহত্যার হুমকি দেন তিনি। প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়। যদিও পরে ক্রীড়ামন্ত্রকের হস্তক্ষেপে দিব্যাংশী শান্ত হন। সেই বিতর্ক পিছনে ফেলে এশিয়াডে সফল রোশিবিনা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বাঁশ ও বেত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে আগরতলার লিচুবাগানস্থিত বাঁশ ও বেত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (বিসিডিআই) পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া, বিশেষ করে বাঁশ চাষ, প্রক্রিয়াকরণ, প্রযুক্তি, পণ্য উন্নয়ন এবং গুণমান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা। প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানোর পর বাঁশ ও বেত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (বিসিডিআই) ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ড. অভিনব কান্ত এবং তাঁর সহকর্মীরা রাজ্যপালকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

রাজ্যপাল প্রথমে বাঁশ পাঠশালা ও বাঁশ নার্সারি পরিদর্শন করেন। সেখানে ড. অভিনব কান্ত তাঁকে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ, সেগুলির বৈশিষ্ট্য, চাষের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর রাজ্যপাল বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ ও প্রযুক্তি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বাঁশ প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তাঁকে বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন এবং পণ্য উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে

জানানো হয়। আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে বাঁশজাত পণ্যের গুণমান, উৎপাদন দক্ষতা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়েও আধিকারিকগণ তাঁকে অবহিত করেন।

রাজ্যপাল বাঁশজাত পণ্য পরীক্ষাগারও পরিদর্শন করেন। সেখানে প্রতিষ্ঠানে বাঁশজাত পণ্যের গুণমান, শক্তি, স্থায়িত্ব এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যাচাইয়ের জন্য থাকা পরীক্ষামূলক সুবিধাগুলি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়। বাঁশজাত পণ্য নির্ধারিত মান পূরণ করছে এবং বৃহত্তর বাজারে ব্যবহারের উপযোগী কিনা তা নিশ্চিত করতে গুণমান পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কেও আধিকারিকগণ তাঁকে জানান। রাজ্যপাল বিসিডিআই-এর উদ্যোগে তৈরি বিভিন্ন বাঁশজাত পণ্যের প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেন।

প্রদর্শনীতে বাঁশের বহুমুখী ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ তুলে ধরা হয়। প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকগণ তাঁকে বিভিন্ন পণ্য সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বাঁশজাত পণ্যে আরও উদ্ভাবন, মূল্য সংযোজন ও বাণিজ্যিকীকরণের সম্ভাবনা তুলে ধরেন।সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, ত্রিপুরা বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যপাল বাঁশ শিল্পের প্রসারে বাঁশ ও বেত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (বিসিডিআই)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কারিগর ও শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ এবং বাঁশজাত পণ্য তৈরির দক্ষতা অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বাঁশ চাষের প্রতি আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন (টিআরএলএম) জেলা ও রাজ্যস্তরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বাঁশজাত পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করছে। এর ফলে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ এবং উদ্যোক্তা তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।

রাজ্যপাল বিসিডিআই-এর আধিকারিকদের এমন একটি প্রক্রিয়াজাত বাঁশের প্রস্তুত কাঁচামাল সরবরাহ ও সংযোজন কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন, যেখানে কারিগররা সহজেই প্রক্রিয়াজাত বাঁশের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন এবং তা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরি করতে পারবেন।

তিনি বলেন, এই ধরনের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হলে কারিগরদের সময় ও শ্রম সাশ্রয় হবে এবং বাঁশজাত পণ্যের মূল্য সংযোজন ও উদ্ভাবনে আরও উৎসাহিত হবে। তিনি বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ও পণ্য তৈরিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহারের ওপরও জোর দেন।

রাজ্যপাল আরও উল্লেখ করেন যে, বাঁশের শিকড় ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকৃতি ও শৈল্পিক সামগ্রী তৈরির একটি অনন্য কারুশিল্প ত্রিপুরায় প্রচলিত রয়েছে।

এই ঐতিহ্যবাহী বাঁশশিল্পকে সংরক্ষণ, প্রচার এবং আরও উন্নত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন, যাতে এই শিল্প বৃহত্তর পরিচিতি লাভ করার পাশাপাশি স্থানীয় কারিগরদের জন্য টেকসই জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

সবক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন চালু হলে সরকারি কাজে আরও গতি আসবে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর: আজ উদয়পুরের রাজর্ষি হলে উদয়পুর ট্রেজারি এবং অর্থ দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের ই-পেনশন, ই-সার্ভিসবুক, ই-স্যালারি ইত্যাদি বিষয়ে একদিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এছাড়া কর্মশালাতে গোমতী জেলার জেলাশাসক রিংকু লাথের, অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ড. আকিঞ্চন সরকার, উদয়পুর এবং করবুকের মহকুমা শাসকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজ্যের রাজধানী থেকে জেলা, জেলা থেকে মহকুমা, ব্লক এমনকি গাঁওসভাস্তরে স্বচ্ছতার সাথে ডিজিটালাইজেশন চালু আছে। তবে, পরিকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার কারণে সব ভিলেজ কমিটি লেভেলে এখনও তেমনভাবে ডিজিটালাইজেশন অগ্রগতি হয়নি। তিনি আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের সর্বত্র ডিজিটালাইজেশন সম্পূর্ণ হবে। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ডিজিটাল পরিষেবা চালু আছে। তিনি আশা করেন নেক্সট জেন এইচআরএমএস সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কাজে আরও গতি আসবে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা ও সময়ানুবর্তিতা বজায় থাকবে। সরকারি কর্মচারিদের সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি সরকারি কর্মচারিদের সাম্প্রতিক দুর্গাপুজো অনুদান বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, এতে কর্মচারিরা উপকৃত হবেন। কর্মশালায় ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার ট্রেজারি অফিসার।

‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান’ পাচ্ছেন শিক্ষাবিদ পার্থসারথি দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ সেপ্টেম্বর: জ্ঞানচর্চার প্রসার এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবছর ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান’ পাচ্ছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পার্থসারথি দাস। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে।

প্রতিবছরই শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা রাজ্যের কোনও গুণী শিক্ষককে ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান’ প্রদান করে থাকে বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুল। এবছর সেই সম্মানের জন্য পার্থসারথি দাসকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

১৯৬৬ সালে জন্মগ্রহণকারী পার্থসারথি দাস প্রাণিবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন শিক্ষাক্ষেত্রে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি দীর্ঘ সময় বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কর্মজীবনে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী ওই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছে। তাঁদের মধ্যে বহু ছাত্রছাত্রী বর্তমানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বলে জানা গেছে।

শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে এবং বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ করে দিতে ১৯৯১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘অঙ্কুরণ বায়োলজি ল্যাব’। শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়ার পরও এই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এই ল্যাবে বিভিন্ন ধরনের জীববৈচিত্র্য ও বৈজ্ঞানিক বিষয় সরাসরি পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান শিক্ষার্থীরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন পার্থসারথি দাস। তিনি আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা পরিষদের উদয়পুর শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি ওমেগা সায়েন্স অর্গানাইজেশনের সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, উদয়পুরের পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবেও যুক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ রয়েছে।

জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান শিক্ষা এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এবছর এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। তাঁর এই বিজ্ঞানমনস্ক ও সমাজমুখী উদ্যোগ আগামী প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

আগামী ২৬ সেপ্টেম্বরের বিশেষ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্থসারথি দাসের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে।

২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরিষেবা স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: আগামী ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত প্রস্তাবিত তিন দিনের সর্বভারতীয় ব্যাংক ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ”ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড”-এর ব্যাংকিং পরিষেবা স্বাভাবিক ও সচল থাকবে।

এই বিষয়ে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, উক্ত সময়ে ব্যাংক-এর বিভিন্ন পরিষেবা-যেমন শাখাভিত্তিক ব্যাংকিং, এটিএম পরিষেবা, মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবা, মাইক্রো-এটিএম সুবিধা সহ বিসি পয়েন্ট এবং আরটিজিএস ও এনইএফটি-এর মতো সুবিধাসমূহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে চালু থাকবে। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড-এর গ্রাহকগণ স্বাভাবিক কর্মদিবসের মতোই তাঁদের নিয়মিত ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবেন।

ধর্মনগরে বিজেপির কোন্দল তুঙ্গে রাতে ফের হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর: বুধবার দুপুরে ধর্মনগর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ানোর পর রাতে ফের চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এবার এক বিজেপি কার্যকর্তার বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। পরপর দুটি ঘটনায় ধর্মনগরে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার দুপুরে ধর্মনগর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মুন্না পাল নামে এক বিজেপি কার্যকর্তা গুরুতর আহত হন বলে জানা গেছে। তবে ঠিক কী কারণে দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে এই হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অভিযোগ, দুপুরের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার রাতে মুন্না পালের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হামলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের এলাকার সাধারণ মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। স্থানীয়দের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বলে জানা যায়।

দুপুরে বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং রাতের বাড়িতে হামলার ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়েও ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে রাতের হামলায় কারা জড়িত, কী কারণে হামলা চালানো হয়েছে এবং এর পেছনে পূর্বের কোনো বিরোধ রয়েছে কি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারাউড়া এলাকায় বিশাল অজগর উদ্ধার

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: বিশালগড়ের নারাউড়া এলাকা থেকে উদ্ধার হল বিশাল আকারের একটি অজগর সাপ। বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকায় অজগরটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। বিশাল আকারের সাপটি দেখতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানানো হয় সিপাহীজলা বন দপ্তরের কর্মীদের। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পরে সতর্কতার সঙ্গে অজগরটিকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া অজগরটিকে পরবর্তীতে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বন দপ্তরের কর্মীদের তৎপরতায় অজগরটি নিরাপদে উদ্ধার হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে এলাকায়।

ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এত বড় আকারের অজগর এলাকায় দেখে তাঁরা প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হলে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে সাপটিকে উদ্ধার করা হয়।

শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদ্দারের ৯৫তম আত্মবলিদান দিবস পালন

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদ্দারের ৯৫তম আত্মবলিদান দিবস। বৃহস্পতিবার আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় এআইডিএসও, এআইএমএসএস এবং এআইডিওয়াইও-এর যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচির শুরুতে শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদ্দারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সংগঠনের নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ। এদিন বক্তারা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদ্দারের সাহস, দেশপ্রেম এবং ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন।

বক্তারা বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদ্দারের আত্মত্যাগ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর জীবন, সংগ্রাম ও দেশপ্রেম বর্তমান প্রজন্মের কাছেও অনুপ্রেরণার উৎস।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মারধরে জখম যুবক, তিনদিনেও মামলা না নেওয়ার অভিযোগ থানার বিরুদ্ধে

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: কৈলাসহর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। প্রচণ্ড মারধরে গুরুতর জখম হয়ে অমিত সরকার নামে এক যুবক তিনদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ পরিবারের। এমনকি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের তিনদিন পরও মামলা রেজিস্ট্রি করা হয়নি বলে দাবি আক্রান্তের মা বিল্ব রানী সরকারের।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২০ সেপ্টেম্বর, রবিবার রাতে। গণেশপুজো উপলক্ষে কৈলাসহর শহরের মূল রাজপথের নেতাজি কর্নারে গানের অনুষ্ঠান চলছিল। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন যুবক হঠাৎ গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা অমিত সরকারকে মারধর শুরু করে। বেধড়ক মারধরের পর রক্তাক্ত অবস্থায় অমিতকে রাস্তায় ফেলে রেখে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

পরবর্তীতে স্থানীয়রা অমিতকে উদ্ধার করে কৈলাসহরের আরজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন অমিত।

অমিতের মা বিল্ব রানী সরকার জানান, তাঁর ছেলেকে এতটাই মারধর করা হয়েছে যে মাথা ফেটে গিয়েছে এবং বুকে গুরুতর আঘাত লেগেছে। শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, ঘটনার পর নিজে কৈলাসহর থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে দাবি করেন বিল্ব রানী সরকার। তাঁর অভিযোগ, তিনদিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখনও মামলাটি রেজিস্ট্রি করেনি। প্রতিদিন থানায় গিয়ে ওসি তাপস মালাকারের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তাঁকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে থানা থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ঘটনায় আক্রান্তের পরিবার দ্রুত মামলা রেজিস্ট্রি করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি অমিতের উন্নত চিকিৎসারও দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

৭ অক্টোবর থেকে ৩ দিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসব উপলক্ষে আজ মেলাঘর পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রস্তুতি সভায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ৩ দিনব্যাপী জল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত। সভায় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ ৩ দিনব্যাপী উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের প্রতিও মেলাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক রাজু দেব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা সহ পর্যটন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাশ্মশান থেকে অটোরিকশা চুরি ২৪ ঘণ্টা পরও মেলেনি হদিস

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: পশ্চিম থানার নাকের ডগায় বটতলা মহাশ্মশান এলাকা থেকে অটোরিকশা চুরির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, শ্মশানে এক আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে গিয়ে বাইরে রাখা অটোরিকশাটি চুরি হয়ে যায়। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখনও অটোরিকশাটির কোনও হদিস মেলেনি বলে দাবি মালিকের। অটো উদ্ধারের আশায় বারবার থানার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে তাঁকে।

জানা গেছে, বটতলা এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি তাঁর এক আত্মীয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে বটতলা মহাশ্মশানে যান। আত্মীয়ের মরদেহ নিয়ে শ্মশানের ভিতরে যাওয়ার কারণে অটোরিকশাটি বাইরে রেখে যান তিনি। সেই সময় বৃষ্টি শুরু হয়। শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বৃষ্টি কিছুটা কমলে তিনি বাইরে এসে দেখেন, তাঁর অটোরিকশাটি আর সেখানে নেই। এরপর আশপাশে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও অটোরিকশাটির সন্ধান না পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বটতলা আউটপোস্টে বিষয়টি জানান। পরে পশ্চিম থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন বলে জানান তিনি। তবে ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও অটোরিকশাটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। চুরি যাওয়া অটোরিকশাটির নম্বর টি আর ০১এন২৫১৫। অটোরিকশাটি তাঁর পরিবারের আয়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম বলে জানান মালিক। তাঁর স্ত্রী সুগার, প্রেসার ও হৃদরোগের সমস্যায় ভুগছেন এবং নিয়মিত ওষুধের প্রয়োজন হয় বলেও জানান তিনি। অটো না চালাতে পারলে সংসারের দৈনন্দিন খরচ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে বলে তাঁর দাবি।

তিনি আরও জানান, ঋণ নিয়ে অটোরিকশাটি কিনেছিলেন। প্রতি মাসে প্রায় সাত হাজার টাকা কিস্তি দিতে হয়। একদিকে সংসারের খরচ, অন্যদিকে ঋণের কিস্তি ও স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ, সব মিলিয়ে অটোরিকশাটি চুরি হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন তিনি।

অটো মালিকের অভিযোগ, ঘটনার পর পুলিশের কাছে জানিয়েও এখনও পর্যন্ত আশানুরূপ সহযোগিতা পাননি। শহরের গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকায়, পুলিশের আওতাধীন এলাকার এত কাছ থেকে অটোরিকশা চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

অটোরিকশাটি দ্রুত উদ্ধার করে চোরকে চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত মালিক। বর্তমানে তিনি অটো উদ্ধারের আশায় বারবার পশ্চিম থানায় যোগাযোগ করছেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শ্রম আইন মানতে ইটভাটা মালিকদের নির্দেশ

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: শীতের মরশুমে ত্রিপুরায় আসতে চলা পরিযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণ, নিরাপত্তা এবং শ্রম আইন মেনে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ইটভাটা মালিক ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করল শ্রম দফতর।

বৃহস্পতিবার শ্রম দফতরের মিলনায়তনে আয়োজিত এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ইটভাটা মালিক ও উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ব্রিক কিলন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রম কমিশনার বিশ্বজিৎ পাল, যুগ্ম শ্রম কমিশনার বিনয় ভূষণ দাস এবং চিফ ইনস্পেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড বয়লারস সূর্য পাল মজুমদার। বৈঠকের পর শ্রম কমিশনার বিশ্বজিৎ পাল জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও শীতের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন ইটভাটায় পরিযায়ী শ্রমিকদের আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেওয়ার পর তাঁদের পরিচয় ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ, পরিচয়পত্র প্রদান এবং শ্রমিকদের রেজিস্টার সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি ইটভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আবাসন এলাকায় পর্যাপ্ত শৌচাগার, মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক শৌচাগার এবং নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বৈঠকে পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে আসা পরিবারের সদস্যদের বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। অনেক শ্রমিকের সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরীরাও ত্রিপুরায় আসে। তাই তাঁদের জন্য নিরাপদ আবাসন এবং শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইটভাটা মালিকদের সতর্ক করা হয়।

বিশেষ করে শিশুদের ইটভাটার কর্মস্থলে প্রবেশ করতে না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্মস্থল থেকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমনাথ যাত্রায় ৭০ পুণ্যার্থী, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর: সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত ”সোমনাথ স্বাভিমান” পর্বে অংশগ্রহণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৭০ জন পুণ্যার্থী গুজরাটের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। পুণ্যার্থীদের সঙ্গে ২ জন আধিকারিকও এই সফরে থাকবেন।

শুক্রবার পুণ্যার্থীগণ আগরতলা থেকে রওনা হয়ে প্রথমে গুয়াহাটিতে পৌঁছাবেন। পরবর্তীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত পুণ্যার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ট্রেনে গুজরাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। এই উপলক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সোমনাথ যাত্রায় অংশগ্রহণকারী পুণ্যার্থীদের সঙ্গে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই যাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নয়, বরং দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আস্থার সঙ্গে নিজেদের আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার একটি সুযোগ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সোমনাথ মন্দির ভারতের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মানুষের অটুট আস্থার অন্যতম প্রতীক। ১০২৬ সালে সোমনাথের ওপর সংঘটিত প্রথম আক্রমণের হাজার বছর এবং সেই সঙ্গে ১৯৫১ সালের মে মাসে স্বাধীন ভারতে মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ ও উদ্বোধনের ৭৫ বছর পূর্তির এক বিশেষ মুহূর্ত হলো ২০২৬ সাল। ১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর দেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথ পরিদর্শন করে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালের ১১ মে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে সোমনাথ মন্দিরের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ”সোমনাথ স্বাভিমান” পর্বের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ”বিরাসত ভি, বিকাশ ভি”-এর ভাবনার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আস্থাকে সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে সোমনাথ মন্দির সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও ধারণা থাকলেও বর্তমানে এই ঐতিহাসিক মন্দিরের গুরুত্ব এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এবং প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ হিসেবে সোমনাথের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ত্রিপুরা থেকে পুণ্যার্থীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে পুণ্যার্থীগণ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন। ত্রিপুরাও এই সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে থাকবে না। তাই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে পুণ্যার্থীদের নিয়ে একটি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই সফরে ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পর্যটনস্থলগুলির কথাও তুলে ধরতে হবে। ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম পীঠ মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ত্রিপুরায় অবস্থিত। এছাড়াও ঊনকোটি, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, কসবা কসবেশ্বরী মন্দির সহ রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান ও সরকারের উন্নয়নমূলক উদ্যোগের বিষয়ে অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত পুণ্যার্থীদের অবহিত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ”-এর ভাবনাকে সামনে রেখে ত্রিপুরাতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে। সোমনাথ মন্দির সফরের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরার পুণ্যার্থীদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি হবে। সোমনাথ মন্দির যাত্রায় অংশগ্রহণকারী পুণ্যার্থীদের যাতায়াত, থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। সফরকালে যাতে ছোটখাটো অসুস্থতা বা শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা পাওয়া যায়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী সঙ্গে রাখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে একটি প্রাথমিক মেডিকেল কিটের ব্যবস্থা করার কথাও তিনি বলেন।

অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। তিনি রাজ্য থেকে পুণ্যার্থীদের সোমনাথ মন্দির যাত্রার বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তীও উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas